কবিতায়
বিদ্যাসাগর

বিধবা-বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন

দাশরথী রায়

(জানুয়ারী / ফেব্রুয়ারী ১৮০৬ ~ ১৭ অক্টোবর ১৮৫৭)

দাশরথী রায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক করুন . . .

বিধবার বিবাহ-কথা কলির প্রধান কলিকাতা,---

নগরে উঠিছে এই রব |

কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান

হবার কথা হয়ে উঠছে সব || ১

ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্যগন্য গুণধাম,

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক |

তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানীর,---

হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক || ২

বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,

আগে কেউ টের পায় নি সেটা |

তারা ক'রলে অর্ডার, জেতে করে অর্ডার,

চটুকে বুদ্ধি আটকে রাখিবে কেটা ? ৩

হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বৃদ্ধি প্রজা-বৃদ্ধি,

এ বিবাহ সিদ্ধি হ'লে পরে |

বিধবা করে গর্ভ-পাত, অমঙ্গল উৎপাত,

এতে রাজার রাজ্য হ'তে পারে? ৪

হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,

হবে না ব'লে করিতেছেন উক্ত ||

ইহাদের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর,

উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত || ৫

বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি ঈশ্রচন্দ্র গুপ্তর কবিতায় পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

“বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।

বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল ॥

কত বাদী, প্রতিবাদী , করে কত রব।

ছেলে বুড়ী আদি কবি, মাতিয়াছে সব ॥

কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে।

করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে ॥

. এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।

. গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া ॥

. লাফালাফি, দাপাদাপি, করিতেছে যত।

. দুই দলে খাপা-খাপি, ছাপাছাপি কত ॥

. বচন রচন করি, কত কথা বলে।

. ধর্ম্মের বিচার পথে, কেহ নাহি চলে ॥

. “পরাশর” প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।

. কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ ॥

. কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ।

. কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়েছে ফেউ ॥

পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

. ১

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
. হে ঈশ্বরচন্দ্র ! বঙ্গে বিধাতার বরে
. বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
. করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
. বলের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
. কোন পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন। এ হেন রতনে ?
. যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
. বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
. কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

. ২

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে ।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে ,
দীন যে, দীনের বন্ধু ! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে ।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
. যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
. সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরিশ ! কি সেবা তার সে সুখ -সদনে !
. দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী ;
. যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
. দীর্ঘ-শির তরুদল, দাসরূপ ধরি' ;
. পরিমল ফুল -কুল দশ দিশ ভরে,
. দিবসে শীতলশ্বাসা ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

ঈশ্বর বৈকুন্ঠে

রাজকৃষ্ণ রায়

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

আমার ঈশ্বর প্রভু ,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্ঞেয়ান ;
অপার দয়ার সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর - ইন্দু, দেবতা মহান্ ৷
বিধবার কাতরতা,
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার ;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহাবৈর ন্যায়-অবতার।
গাম্ভীর্যের মহা মূর্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন
অমর ঈশ্বর মোর,
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুন্ঠে মোর বিরাজে কেমন
মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ ;
একটি বৈকুন্ঠে নয়,
লক্ষ লক্ষ --- ততোহধিক
হৃদয়-বৈকুন্ঠে এবে ঈশ্বর-নিবাস ৷

পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক সে উচ্চ সুর,
কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া,
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুন্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর---ঈশ্বর---গুরু অমর ঈশ্বর।
কেন তবে কাঁদ সবে,
'জয়েশ্বর' উচ্চ রবে
তোল সব বহু দূর আকাশ ভেদিয়া ৷

বিদ্যাসাগর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,

বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির |

বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী

দীক্ষাপথে বুদ্ধ ঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপি |

উত্‌সাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি

কাঙাল বিধবা বন্ধু অনাথের নড়ি |

. প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে

. স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা----- পারিজাত ঘ্রাণে |

. ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস"

. টোল স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই "ফিনিস" |

. এসো হে দ্বিজের চূড়া, বঙ্গ অলঙ্কার,

. দিকপাল তোমার মত দেশে নাই আর |

বিদ্যাসিন্ধু

দীনবন্ধু মিত্র

কবি দীনবন্ধু মিত্রর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

"বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,

দীনজন-লালন -পালন - তত্পর ,

মাতৃভক্তি ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে মার,

অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার ;

বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,

. খন্ডাতে পারে নি কেহ শাস্ত্রমত তার ;

. অমিয়া - লহরী -যুত রচনা - নিয়ে,

. ললিত - মালতী মালা - কোমলতাময়,

. সাহিত্য - সহজ - পথ উপক্রমণিকা,

. পড়িয়া পন্ডিত কত বালক বালিকা ;

. সংস্কৃতি কলেজ যাঁর যতন কৌশলে,

. লভিয়াছে এত যশঃ মানবমন্ডলে ;

. দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,

. 'বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে |'......"

বিদ্যাসাগর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবিতাটি আমাদের পাঠিয়েছেন কবি রাজেশ দত্ত।

সঙ্গীত

তারকা নিবিয়া যায় ; তথাপি অসীম ব্যোমে

অযুত বরষ বাহি' তাহার কিরণ ভ্রমে !

সঙ্গীত থামিয়া যয় ; তথাপি স্মৃতির মাঝে

মানব-জীবন ব্যাপি' তাহার ঝঙ্কার বাজে !

কুসুম শুকায়ে যায় ; তাহার সৌরভরাশি

প্রভাত-পবন সনে কাননে বেড়ায় ভাসি' !

প্রতিভা চলিয়া যায় ; তাহার মহিমা জাগে---

ভকতি করুণা স্নেহে ক্ষমায় সেবায় ত্যাগে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতার রচনাকাল ২৪ ভাদ্র ১৩৪৫ (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)। প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদিত "দেশ" পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ (ডিসেম্বর ১৯৩৯) সংখ্যায়।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত | কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা |

রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে |
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি !
ভাষার প্রঙ্গনে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ||

বাঙ্গালীর মাতামহ

গোবিন্দচন্দ্র দাস

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বাঙ্গালীর মাতামহ, বিদ্যার সাগর,

বিশাল বাঙ্গালী জাতি, সমস্ত তোমার নাতি

করিবে তোমার শ্রাদ্ধ স্নেহার্দ্র অন্তর |

জমাইয়া হাহুতাশ, জমাইয়া দীর্ঘশ্বাস

স্মৃতির সমাধি স্তম্ভ রচিবে সুন্দর |

অভ্রভেদি সে মন্দির, উপরে তুলিবে শির

শিখরে জ্বলিবে ভক্তি মণি মনোহর |

বঙ্গের বিধবা নারী পাদ্যদিবে অশ্রুবারি

দিবে কৃতজ্ঞতা অর্ঘ্য দীন দুঃখী নর |

করি দিবে পুষ্পহার, আনন্দচন্দনে তার

গন্ধামোদে মাতিবেক বিশ্ব চরাচর !

হাতে লয়ে বর্ণশিক্ষা

তব মন্ত্রে হবে দীক্ষা

বোধোদয়ে নিরাকার জপিবে ঈশ্বর,

বঙ্গের ভবিষ্য বংশ----- শিশু নারী নর !

মহামুনিবর

অজ্ঞাত কবি

একদিন এই মহামুনিবর, ভ্রমিতে গভীর বিজন বনে,
কি জানি সহসা, কেমন করিয়া মিলন হইল বালার সনে।
পরম যতনে আনিঘরে তারে, স্বীয় তপোবলে সৃজন করি,
বিমল বসনে, সাজাল বালায়, অহো কি মাধুরী হয়েছে মরি !
মৃত প্রাণ তার, নবীন জীবন, করেছ প্রদান এ মহা ঋষি,
বালিকার স্নেহে মগন তাপস, বালিকা তাপসে রয়েছে মিশি ।
কত ভালবাসা, কত কথা কয়, চাহে কত কিছু বালিকা তায়,
একে একে দিয়ে নানা অলঙ্কার, সাজায়েছে ঋষি বালার কায়।
আখ্যানমঞ্জরী, তুলি সযতনে, পরাল গলায় চিকন মালা ।
বালবিধবার, অশ্রুবিন্দু দিয়ে, দিল সাজাইয়ে বরণ ডালা।
মহাপুরুষের জীবনচরিতে, দিল করে নব কঙ্কন তার।
মস্তকের মণি, করে সাজাইল, সীতাবনবাস-স্নেহোপহার।
এইরূপে কত, বসন ভূষণে, সাজাল বালার নবীন দেহ।
নব বেশ পরি, নব আশা তার, আগে এত শোভা দেখিনি কেহ ।

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর

অজ্ঞাত কবি

. বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে

সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ।

. কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,

. দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম

. বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম

সধবাদের সঙ্গে যাবো বরণডালা মাথায় লয়ে ।

আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই

. এবারে বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতিপ্রাপ্ত হই

. রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কই সই,

লোক মুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজ ভয়ে ।

. এমন দিন কবে হবে বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে

. আভরণ পরিব সবে লোকে দেখবে তাই

. আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই

. এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণ ডালা মাথায় লয়ে ।

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ

কবি মানকুমারী বসু

কবি মানকুমারী বসুর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বালাই!
হৃদয় চমকি ওঠে   শোণিতে আগুন ছোটে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় ছাই!
এ দীন পতিত দেশে   পতিতপাবন-বেশে---
দয়ার দেবতা আহা আজ আর নাই!
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে বুক ফাটে তাই
আজ যদি "পিতৃশ্রাদ্ধ" সারা বঙ্গময়---
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম,"   দেখিব তাহারি কর্ম,
হৃদিপিণ্ডে পিণ্ডদান কর সমুদয় ;
পদধূলি রাখি শিরে,   চল যাই গঙ্গা-তীরে,
ঘরে ঘরে হবে সেই দেব-অভ্যুদয়---
এ যে গো প্রতিষ্ঠা---এতো বিসর্জন নয় ||

বিষাদের দিনে এই নব মহোত্সব,
দিয়া ভক্তি উপহার---   "ষোড়শ" সাজাও তাঁর
কোটি ভাই বোন কেউ থেকো না নীরবে ;
কি করিবে "বৃষোত্সর্গ"   এ বিধি যে "আত্মোত্সর্গ"
ফিরে যাহে প্রাণ পাবে কুড়ি কোটি শব।
খুলিয়া বুকের পাতা   দেখ সঞ্জীবনী গাথা,
পড় সে "বিরাট পুঁথি" বীরত্বের স্তব।
আজি পিতৃপ্রীতি লাগি   হও সবে স্বার্থত্যাগী,
উঠুক দিগন্ত ভেদি কোটি কণ্ঠ-রব,
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ---নব মহোত্সব ||

বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে আত্মা দাও ডালি---
কাঙালী "বিদায়" যাচে   দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে---
বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধে ভারত কাঙালী !
টাকা পয়সার তরে   আসেনি মা শোক ভরে---
কাঁদিছে সে, কোল তার হয়ে গেছে খালি,
দাও মা'রে দাও ভিক্ষা,   মহামন্ত্রে লও দীক্ষা,
"ঈশ্বরের" ভাই হও ছ'কোটি বাঙালী !
জননী হয়েছে আজি "ঈশ্বর-কাঙালী" ||

"বিদ্যাসাগরের শ্রাদ্ধ" বড় গালাগালি---
ক'স্ নে ও কথা ফিরে   কোটি বুক যায় চিরে,
ছয় কোটি প্রাণ পুড়ে হয়ে যায় কালি!
এ জাতীয় পিতৃকৃত্য   তবেই হিবে "নিত্য",
হীনতা নীচতা দাও গঙ্গাজলে ঢালি!
শেখ সে উদ্যম-আশা   বুকভরা ভালবাসা,
পূরাও পরাণ দিয়ে মার কোল খালি!
মহাশ্রাদ্ধ হোক্ শেষ,   "ঈশ্বরে" ভরুক দেশ,
পূজিব সে পিতৃমূর্তি হৃদয়ে উজালি,
নিতি দিব---প্রাণগলা আঁখিজল ঢালি ||

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবিতাটি আমাদের পাঠিয়েছেন কবি রাজেশ দত্ত।

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর

. শৌর্য্যসাগর তুমি,

তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,

. ধন্য ভারতভূমি।

জলধির মত গভীর উদার,

শ্যামল কোমল সম বসুধার,

পর্ব্বতসম দৃঢ় ও সমুচ্চ,

. নীল অম্বর চুমি।

প্রচার করেছ জীবনে যে কাজ,

. সাধিয়াছ সেই কাজে,

করেছ তুচ্ছ অরির ভ্রুকুটী,

. জীবন-সমর মাঝে।

কাঁদিয়াছ তুমি পরের জন্য,

মাথায় করিয়া নিয়েছ দৈন্য,

তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,

. ধন্য ভারতভুমি।

সাগর তর্পণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, ----বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় ;
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় ।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার।
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফুর্তি চিত্ত-চমত্কার !
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে ---- বিদ্যা দিয়ে আর-----
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো , হায়,
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের' পর।
স্মরণ-চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে, মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,--- একটি তেমন লোক,---
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত ! --- যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ---
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,---
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হ'বে, --- চাই সে এমন বীর
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার ।

সেই যে চটি দেশী চটি----বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয় ।
রাখব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের প'র
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর ।
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,----
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত ---- অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,----
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।
দেখুক. এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,---
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ।
স্মরণ করুক পান্ডারূপী গুন্ডাদিগের হার,
'বাপ, মা, বিনা দেব্ তা সাগর মানেই নাকো আর।'
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?-----একি বিষম লাজ !
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় ।

কে বলে ঈশ্বর নাই

ভূপেন্দ্রবালা দেবী

কে বলে ঈশ্বর নাই ?
ঈশ্বর জীবনে ঈশ্বরের কার্য
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
মৃত লোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা
ঈশ্বরে হারায়ে আজ,
মৃত শোক ভরে, কাঁদিতেছে সবে
ধরিয়া শোকের সাজ ।
বুঝে না তাহারা, অমর ঈশ্বর –
মরণ তাঁহার নাই ;
নিঃস্বার্থ প্রেমের, অমৃতের ছবি
সংসারে রহিল তাই ।

এ ছবি দেখিয়া কত মৃত প্রাণ
নূতন জীবন পাবে ।
পরবর্তী কত নূতন জীবন
আদর্শে গঠিত হবে।
অমৃতের পুত্র অমর ঈশ্বর
অমর-ভবন-বাসী,
প্রেম বিলাইয়া, অনন্ত প্রেমেতে
গিয়াছেন শেষে মিশি ।

অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
তাঁহার বিরহে আজ---
কাঁদিতেছে লোক, অমৃত ভাষায়
দেখে হৃদে পাই লাজ !
অমর বিরহে, কাঁদিবার তরে
চাই গো অমর ভাষা ।
মৃত লোক তোরা, তুলেছিস্ কেন
তোদের এ মৃত ভাষা ?

অমৃতের পুত্র অমর যাহারা
এসো অগ্রসর হয়ে-----
অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত
উঠ গো তোমরা গেয়ে
সে সঙ্গীত গিয়ে প্রতি মৃতপ্রাণে
ঢালুক অমৃতধারা,
মুহূর্তের তরে সজীব হইয়া
হউক আপন হারা।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি

কামিনী রায়

কবি কামিনী রায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

ঘন আঁধারের মত বঙ্গদেশ

ছেয়েছে গভীর শোক,

করি উদ্ যাপন জীবনের ব্রত,

এথাকার রবি আজি অস্তগত,

কোথায় উদিছে নূতন দিনেশ

উজলিতে নবলোক ।

সেই দানশীল বিধাতার দান

জ্ঞান পুণ্য তেজোময়,

কাঙাল ভারতে দিয়াছিলা বিধি

কি তপস্যা ফলে সে অমূল্য নিধি ?

একটি ঘটনা

অমিয় চক্রবর্তী

কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

কী হৈল , কী হৈল

সইলো সইলো

রুক্ষ চুল নিম্নজাত মেয়েদের মাথায়

ওরা দাঁড়িয়ে ঠায়

কেউ না কথা কৈল----

লুকিয়ে হেসে মরি আমরা

বাবুরা তো গেলেন চটে

বটে বটে

দেখব কেমন শক্ত চামড়া

বজ্রপাত

চটি-পায়ে ঐ ব্রাহ্মণকে করব চপেটাঘাত-----

সবার জাত মারল

বিদ্যার সাগর আহা দয়ার ভান্ড

ম্লেচ্ছের কান্ড

বিধবার বিয়ে দেয়া এর কম্ম

বলে নাস্তিক শাস্ত্র পড়ে পেয়েছে ঐ ধম্ম

সমাজটাকেই মারল (নারল

বামুনে চন্ডালে ভাঙাতে ভেদ)

আগেই হয়েছে পুণ্য সতী-দাহের উচ্ছেদ

সইলো

দিনদুপুরে

চলো একটা ডুব দেই পুকুরে

উঠে চন্ডীমন্ডপে

একটা হত্তুকি দেবো পুরুৎকে জপে

এ কী মারীর হাওয়া বইল

সইলো সইলো ||

মহাসাগর

কালিদাস রায়

কবি কালিদাস রায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

. কত রূপে হেরি তোমা বহুরূপী হে মহাসাগর,

দুঃখের আঁধার রাতে দীপ্তচূড় তরঙ্গে ভাস্বর।

পূর্ণিমার চন্দ্রিকায় করুণাক্ত আনন্দে উজ্জ্বল ,

. সংগ্রামে ঝঞ্ঝার সাথে উদ্বেল উচ্ছল ;

. বিগলিত মর্মের নীলিমা

মিশিয়া ব্যোমের অঙ্গে খুঁজিয়াছে অনন্তের সীমা ।

. তোমার ঘটনাঘন জীবনের কথা-----

স্মরিয়া স্তম্ভিত কভু , কখন ও বা পাইয়াছি ব্যথা

সকলি ভুলিয়া গেছি, স্মরি যবে জীবন তোমার,

একটি নগণ্য তুচ্ছ চিত্র মনে জাগে বার বার।

দরিদ্র সংসারে তৈল , বাতি কোথা পাবে ?

. গৃহে তাই আলোর অভাবে

পথের আলোর পাশে পুঁথিখানি হাতে

পড়িছ তদগত চিত্তে দাঁড়াইয়া একা ফুটপাতে।

জনকোলাহলময় পাশে রাজপথ

নিনাদি চলিয়া যায় কত অশ্ব রথ।

. রজনী ঘনায়

কার্ত্তিকে মুঠা মুঠা শ্যামা পোকা ঝরে তব গায়,

. উড়িছে শলভকুল মাথার উপরে,

বাহ্যজ্ঞান-শূন্য তুমি পুঁথির অক্ষরে।

কত লোক যায় আসে, চাহিল কি কেহ অপলকে ?

. চিনিল কি মহামানবকে ?

দেখিল কি সর্বংসহ হিমদৈন্য মাঝে

স্ফুলিঙ্গাবস্থায় বহ্নি এধাপেক্ষ’ হইয়া বিরাজে ?

দয়ার পুরীধাম

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক-এর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বিদ্যা তোমার সাগর, তুমি দয়ার পুরীধাম

উচ্চারণে পুণ্য দেহ, ধন্য তোমার নাম।

সকল জাতির জ্ঞাতি তুমি মুক্ত চিরদিন,

আপন তোমার পথের কাঙাল আতুর দীনহীন'

তোমার বুকে মঠ বেঁধেছে, এক সাথেতে সব,

হিন্দু তুমি, বৌদ্ধ তুমি, শাক্ত ও বৈষ্ণব।

বঙ্গভাষা শকুন্তলা কোথায় ছিল পড়ি'

হে মহর্ষি ব্রহ্মচারী আনলে বুকে করি,

কন্যা করি ধন্যা করি অরণ্যেতে তায়

শিক্ষা দিলে, দীক্ষা দিলে, কুটীর আঙিনায়,

বনের বনজ্যোত্স্না সে গৌরব অতুল

পরাজিত পারিজাত ও রাজোদ্যানের ফুল।

মায়ের মতো স্নেহ তোমার ; দেবের মত দয়া

পতিত তাপিত উদ্ধারিতে সর্বজয়া গয়া

পরের দুখে অমনি গল কঠিন হিমাচল

হৃষীকেশের গঙ্গা তুমি শান্ত সুশীতল ।

উচ্চারণে পুণ্য দেহ, ধন্য তব নাম

বকুল বৃক্ষের মত

সুশীল রায়

যে জানে প্রকৃত তথ্য সে'ই শুধু জানে
কী জন্যে বকুল বৃক্ষ স্থান পায় ফুলের বাগানে
তার যে নক্ষত্রতুল্য জাদুগন্ধে ভরা ফুলগুলি |
আমরা কুড়িয়ে নিয়ে সাজি ভরে তুলি |
বিদ্যার সাগর বটে, সে সাগরে কত রত্ন আছে
তার খোঁজ করবার মতন যোগ্যতা কার কাছে
করি যে সন্ধান পাব কোনখানে তেমন ডুবুরি |
তোমার সন্ধান জানা হল না তাইতো পুরোপুরি
যেটুকু জেনেছি তাই ঢের, তাই অশেষ অগাধ,
অতিরিক্ত জান্ বার নেই কোন সাধ|
এতটুকু স্ফুলিঙ্গেই বিশ্বলোক আলো করা যায় |
জেনেছি সে আলোকের তুমিই সহায় |
কঠোর বজ্রের মত, কুসুমের মতন কোমল
বকুল বৃক্ষের মত, অটল দাঁড়িয়ে
দাও ফুলের সম্বল |

বিদ্যাসাগর

মনীশ ঘটক

কবি মনীশ ঘটকের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

জ্ঞানহবি সঞ্জীবিত পঞ্চপ্রদীপের
জ্যোতির্ময় রশ্মিপাতে অবিদ্যা তিমির
করি দূর, মূঢ় মূক বঙ্গ সন্তানের
কণ্ঠে দিলে ভাষা তুমি হে ব্রাহ্মণ বীর।
সিংহসম দৃপ্ততেজা হে বঙ্গগৌরব
দেশ আজ তোমা চাহে। আজিকে সেথায়
পূজার বেদীর পরে শিবার তান্ডব,
ক্লীব পূজারীর দল লুটে লাঞ্ছনায়।

সমাজের ক্লেদ গ্লানি কলুষ হরণে
যে শৌর্য উঠিল ঝলি কর্মে ও চেতনে
মহেশের মধ্যনেত্র সম অকস্মাৎ
জ্বলি ওঠো সেই শৌর্যে, হানো অপঘাত
পরধর্মী পরাশ্রয়ী বাঙালীর শিরে
মৃত্যুর অমৃত সিঞ্চি বাঁচাও জাতিরে।

চিরদীপ্যমান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

স্তব্ধ বিস্ময়ে
তোমাকে আজ স্মরণ করি,
মহাকাল চক্রের পরমাশ্চর্য
অতিবিরল সেই আবির্ভাবকে,
মানব ইতিহাসের ধারা
যার পদাঙ্ক করে অনুসরণ,
যুগে যুগে মানবসত্তার বিবর্তন
যার জীবনদ্যুতি থেকে পায়
মৃত্যু-তরণ বেগ ও প্রেরণা।

আবির্ভাব তোমার অতর্কিত অভাবিত।
ইতিহাসের কোন গণনা তার হদিশ পায় না।
আমাদের ধন্য করতে
ইতিবৃত্তের কোন মহৎ ক্ষণ
.   তুমি খোঁজনি,
সময়ের স্রোত যেখানে উত্তাল
পৃথিবীতে মানব বিবর্তনের
তেমন কোনো কেন্দ্রবিন্দুও নাওনি বেছে।
বণিক বৃত্তির প্রসাদে সহসা স্ফীতকায়
পশ্চিমের লুব্ধ গ্রাসে শোষিত
নগন্য এক পলিমাটির দেশ
তুমি খুঁজে নিয়েছ তোমার পদার্পণের জন্য।
অন্ধ সংস্কারের জরত্বে পঙ্গু
সেই ভূমিখন্ডের পরম লজ্জার
একটি সময়সীমা করেছ নির্বাচন।
কিন্তু সমস্ত মানবেতিহাস
সার্থক করা সেই আবির্ভাব
মানব জন্মকেই এক নতুন মহিমায়
.   করেছে উত্তীর্ণ।
তুমি ত বিগত কালের নও
নও তুমি শুধু বর্তমানের।
বহুভাবী শতাব্দী পার হ'য়েও
তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
অম্লান উদ্ ভাসনে থাকবে চিরদীপ্যমান।

তবে কেন

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

"শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নবজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন । --- তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে , অধিকাংশ ব্রাহ্মণপন্ডিত এরূপ অসার যে অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। আবার ইংরাজী শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন ।"--- আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য "এমন মহান মানবপ্রেমিক শেষজীবনে কেন, কোন্ কোন্ কারণে মানববিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন-- বিদ্যাসাগর -- মনমরা হইয়া শেষজীবনে সরল সাঁওতাল ও শিশুগণের সাহচর্যে শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করিলেন ।" . . . . শ্রী প্রমথনাথ বিশী

(কবি প্রমথনাথ বিশীর কবিতার মূল পাতায় . . .)

তবে কেন

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আজন্মবিখ্যাত ওই আবক্ষ আলোকচিত্র ধাঁধা :
ও কি মুখ -- মমতা -মনীষা -দয়া -বিদ্যা পারাবার ?
ও কি মুখ---বিরক্ত বিতৃষ্ণ তিক্ত কূপ ছাড়াবার ?
তবে কেন চোখে ঠোঁটে উর্ণার রহস্য ছিলা- বাঁধা !
ও গোপন রক্তস্রাব, উৎক্ষিপ্ত ছুরির মুখ আধা
অর্ধেক চোখের নুন, বাকি অর্ধ জালা আর ক্ষার,
কলকাতায় কুরুক্ষেত্র , বিষণ্ন প্রস্থানে কর্মাটাড়,
প্রত্যয় বিদ্যুৎ হতে গিয়ে চ্যুত-বিশ্বাসে পা-বাঁধা।

আবক্ষ আলেখ্য বিদ্যাসাগরের আমরাও কেউ কেউ :
সংকল্প অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ দৃষ্টি, ইচ্ছা খড়্গনাসা---
স্বপ্ন ও স্বদেশ প্রতিদ্বন্দ্বী কেন, পরিপার্শ্ব ফেউ,
তৃষ্ণার ওষ্ঠ ও জল ---- স-চিত্কার মধ্যে কর্মনাশা
অন্তর্ঘাত অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিণামনিরাশা নিরাশা ।
গর্জিত ছোবল তুলে ছবি হয়ে যাই ক্ষিপ্ত ঢেউ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন ...

মুখোশ ছিল না তাঁর

তাই তাঁর মুখের ওপর

দৃশ্যগুলি কুয়াশার

কান্না ছুঁয়ে অবশেষে ঝড় ;

যেন রুদ্র প্রলয়ের

রক্তস্নানে ক্রুদ্ধ দ্বিপ্রহর ----

পোশাক ছিল না তাঁর

তাই যুদ্ধ বুকের ভিতর |

অথচ গভীরে তাঁর

শান্ত স্থির করুণাসাগর |

বর্ণমালার কর্মশালা

হরপ্রসাদ মিত্র

কবি হরপ্রসাদ মিত্রর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বর্ণমালার কর্মশালার অন্য ঘরে

কিমাশ্চর্য সাজিয়েছিলে হরফগুলো----

অ-য়ে অজগর ইত্যাদি সব ছবির পরে

ধন্য তোমার অনন্য সেই শব্দগুলো !

শিশুর কন্ঠে মায়ের গন্ধে সন্ধেবেলা

জল পড়ে আর পাতা নড়ে,---পাতা নড়ে !

মেদ্ নিপুরের বীরসিংহের সিংহশিশু ,

পরাক্রমের গল্প তোমার শত শত,

শুনতে -শুনতে মনে হতো বুদ্ধ-যিশু

ছিলেন তাঁরা অনেকটা ঠিক তোমার মতো ।

ভবিষ্যতের জন্যে তোমার হৃদয় ছিল ।

বর্তমানের বাধা--বিজয়--শক্তি ছিল ।

তার তুলনায় উন্নতি না অধঃপতন ----

কী জানি কী ঘটছে, ----সেটা অন্য কথন ।

তোমার কথা লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ---

বিনয়বাবু, বিহারীলাল, চন্ডীচরণ,

ইন্দ্র মিত্র এবং আরো জীবনীকার

দিলেন, দেবেন, প্রশ্ন অনেক মনের ঘরে-----

যেখানে মন শুনেছে আপন অবসরে

জল পড়ে আর পাতা নড়ে, ---পাতা নড়ে !

দেড়শো বছর বাদে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে
নতজানু হবো
এমন যোগ্যতা নেই।
তুমি নত হতে শেখাও নি,
সবল স্পর্ধায় মাথা উঁচু ক'রে
অন্যায়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে
বুকটান ক'রে হাঁটতে শিখিয়েছিলে।

মানুষ গাছ থেকে বনস্পতি হয়ে ওঠে
যদি থাকে মনুষ্যত্ব ;
নালা থেকে ক্রমশ নদী হতে পারে
যদি রক্তের ভিতরে
জেগে ওঠে করুণা নির্ঝর ।
তুমি বাংলাদেশ গড়ার জন্য
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে
বর্ণপরিচয়ের মোমবাতিগুলো
জ্বালিয়ে দিয়েছিলে ;
অথচ দেড়শো বছর বাদে আমরা
ভীষণ এক ভাঙা বাংলায় বাস করছি,
গঙ্গার এপার থেকে মেঘনার ওপার
চোখের অস্পষ্টতার জন্য
এখন আর দেখা যায় না।
দেড়শো বছর বাদে তোমার ছবির সামনে
নতজানু হবো
এমন যোগ্যতা নেই :
চতুর্দিকে সুবিধাবাদী ঠোঁট বামনের দল
তোমার পাহাড় প্রতিম মূর্তির পাশে
পিঁপড়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।
আমরা এখন
বুকভাঙা রক্তমাখা এক দুঃখী বাংলায়
ঝড়ের নৌকায় বাস করছি ।

এ কেমন বিদ্যাসাগর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি আজ
হাজার টুকরো হয়ে
হাজার জায়গায় ছড়িয়ে আছে |
আমার বালিকাবয়সী কন্যা যেমন
নতজানু হয়ে
তার ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট পুঁতিগুলিকে
একটি-একটি করে কুড়িয়ে নেয়,
আমিও তেমনি
আমার ছত্রখান সেই বিগত-জীবনের হৃত্প্রদেশে
নতজানু হয়ে বসি,
এবং নতুন করে আবার মালা গাঁথবার জন্যে
তার টুকরোগুলিকে
যত্ন করে কুড়িয়ে তুলতে চাই |

কিন্তু পারি না |
আমারই জীবনের কয়েকটি অংশ আমার
হঠাৎ কেমন অচেনা ঠেকতে থাকে,

এবং কয়েকটি অংশ আমাকে চোখ মেরে আরও
দূরে গড়িয়ে যায় |
আমি বুঝতে পারি,
গঙ্গাতীরের তীর্থের দিকে পা বাড়ালেই এখন
বৃত্রাসুর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে | এবং
মাসির-কান-কামড়ানো সেই ছেলেটা আর কিছুতেই
বাদুড়বাগানে পৌঁছতে দেবে না |

স্তব্ধ হয়ে আমি বসে থাকি |
উইয়ে-খাওয়া বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়তে থাকে |
আমি চিনে উঠতে পারি না যে,
এ কেমন হেমচন্দ্র, আর
এ কেমন বিদ্যাসাগর |

তখন পিছন থেকে আমি আবার
সামনের দিকে চোখ ফেরাই |
এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে,
অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি ;
যেখানে
'কবিতীর্থ' বলতে কোনো কবির কথা কারও মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে-----
তেজস্বী কোনো মানুষের মুখচ্ছবির বদলে-----
ইশকুল, কলেজ, থানা, বস্তি,
অট্টালিকা, খাটাল, পোস্ টার, ও পয়ঃপ্রণালী-সহ
আস্ত একটা নির্বাচনকেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে |

লাগসই

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

এখানে আমাদের এই কবিতার ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন শ্রী অলক বাসুচৌধুরী। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর ফেসবুক - https://www.facebook.com/alak.basuchoudhury

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বর ছিলেন না বাস্তবিক,

তাঁকে ধরা যেত

মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর

অতএব লোকে করত তাঁকেই পাকড়াও,

এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত

যে যেমন জানাত প্রার্থনা!

তাও

কিছু দিলে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না –

প্রতিদানে ঢিল

ছুঁড়েছে সে সহসা পাঁজরে,

মুখটা ব্যথায় নীল!

অতএব লেগেছিল ঠিক –

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বর ছিলেন না বাস্তবিক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

এখনো পূর্ণিমা-রাত্রে আলো হয়। আলোর স্বভাবে
স্খলিত তরঙ্গধ্বনি বুনো ঝোপে কিংবা চূর্ণ পাথরের দেশে
ছিন্নভিন্ন জনপদে ; বস্তিতে আসল অন্ধকারে
ধনুষ্টঙ্কারের বীজ বেড়ে ওঠে, কারণ শতাব্দী জুড়ে বাঘা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী
কয়েকটি কুটিল অশ্ব রেখে গিয়েছিল , ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীগতভাবে আজ,
মনে হয়, তথ্যগুলি ধরা পড়ে গেছে। আর ঠিক সেই ক্ষণে
চোষ কাগজের মত স্তরে স্তরে জমাট বনিকী অন্ধকারে
কলকাতার আংশিক উত্থান ; যেন সমগ্রের প্রতিভাস নিয়ে,---
কেবল পড়ে না ধরা অপুষ্ট শিশুর চোখে ধীরে ধীরে পোহালে শর্বরী।

বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে : তুমি, মানসযাত্রায়
উত্কন্ঠার প্রতিনিধি : কর্মঠ কব্ জির নীচে ঘাম জমে, অশ্রু ও স্বপ্নের
সমুদ্রে উত্থিত এক কঠিন প্রবালদ্বীপ : চতুর্দিকে জাগরণ স্রোতে
ভাসমান বাণিজ্যতরণী, সংঘ কিংবা প্রতিষ্ঠানহীন সেই জ্যোত্স্নার গঠনে
নির্মিত মানুষ আর মানুষের প্রাণের জাহ্নবী ---
তুমি সেই প্রাণপুরুষের নেতা, কিংবা নেতা নয়, নবীন প্রণেতা---
আপন স্বভাব ঘিরে জেগে ওঠো , স্তব্ধ হয় স্বভাবের সীমা---
তখনই পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে দূর অবণ্যসীমার
শতাব্দী শশাঙ্ক হয়ে ঢ'লে পড়ে, যদিও তা অষ্টমীর চাঁদ---
তবু তারই অবসানে ঊষার সঞ্চার, সম আয়তনে সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের চতুর্দিকে
জনস্রোত, দিনযাপনের শক্তি, প্রকাশ্যে বীরত্বহীন বিরক্ত, বীরের রক্তধারা ---
ইতস্তত অপসৃত অন্ধকারে মুর্গীচোর শেয়ালের পদধ্বনি--- আর
কেবল পূর্ণিমা শেষে স্যাঁতস্যেঁতে লোকালয়ে তোমার ক্ষমতা, ঘরে ঘরে
স্বপ্নায়ু শিশুর হাতে বর্ণ পরিচয়, মলাটে অস্পষ্ট চিত্র, আলেখ্যদর্শন।

ঈশ্বর

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্‌ করুন . . .

শব্দ যিনি শিখিয়েছিলেন তাকে আমি শব্দ লিখে কি করে
বোঝাবো !
বর্ণপরিচয় থেকে যে অচঞ্চল চলা আজ এনেছে
সাগরতীরে
বুঝিয়াছে মাথায় আকাশ এলে ধ্রুবতারকার কাছে
নতজানু হতে হয়
খুঁজতে হয় পদচিহ্ন, ধুলোর এই তো পরম সফলতা !
আমারও উপমা সেই চিহ্ন শিখে খুশি হয়
মরমানুষের কাছে এটুকুই যা কিছু অমরতা ।

এখন তো ঘরেও অবাক ধুলো, ধুলো আজ জাতীয়
জীবনে
কোনো পদচিহ্ন তাই আর অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠেছে
না।
আর আমি, শব্দের কুহক মাখা এক আশিরপদনখের
বাঙালী
যে নাকি অনেক আগেই ভেবেছে ঈশ্বর গুজব মাত্র
অস্ট্রিক স্মৃতির পাশে আর্য বেদ বেড়াতে এসেও সপ্রমাণ
করতে পারেনি
ঈশ্বর সত্যিই এক পরলোকপ্রিয় লিপ্সা কিনা !
শুধু একবার, একবার দ্রবণের মতো এই পরম বাঙলায়
স্পষ্ট বলীর্বদ এক ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিল

উড়নি ধুতি পরা ছিল বলে
আমরা তখন তাকে ঠিকমত চিনতেই পারিনি !

আচার্য, তোমার সার্ধশতবর্ষে বাংলার প্রণাম

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

ঘরের সমস্ত ছবি ভেঙে চায় ঘরটি সাজাতে

সাগ্রহ নতুন দিয়ে, দেয়াল রঙিলা করে তোলে।

চমত্কার পরদা ঝোলে দুয়ারে-জানালায়., কদাচিৎ

এমন দেখেছি আমি, এপারের বাংলায় বাজাতে

দুরূহ রবীন্দ্রনাথ মিশে থাকা সাঁওতাল বাঁশির

সুরে যে গৃহটান, তার চেয়ে সাফল্যে কবির

জটিল মননে আনে ক্ষুরধার সাঁতার সন্ধ্যার

সকালের দুপুরের ---অপকৃত পক্ষে প্রাকৃতিকী!

কিন্তু তুমি! সারবান, রবীন্দ্র অগ্রজ, ঐশ্বরিক---

পশ্চিমাসংকুল এই বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিলে

সেদিন, বাহ্যত রূঢ়-গাঢ়, তবু বিজ্ঞানসম্মত

বাংলাভাষা দিয়ে তুমি বাঙালীর ভিত্তি গড়েছিলে---

আচার্য, তোমার সার্ধশতবর্ষে বাংলার প্রণাম ||

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর

উত্থানপদ বিজলী

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর ---বিদ্যাসাগর
বর্ণপরিচয়ের বাণী আমরা জানি
সদা সত্য বলতে হবে--ক'জন মানি !
সুবোধ বালক ক'জন হলাম বলতে পারো ?
বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর --- জ্ঞানের সাগর
ভালো বেসে গেঁথে দিলে কথামালা
বোধোদয় আর হলো কোথায় হলাম কালা
ছিটেফোঁটা হয়তো হলো কারো কারো।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর --- দয়ার সাগর
সমাজ থেকে অনেক ধুলো করতে সাফা
ঘাম ঝরালে সারাজীবন ---কিই বা নাফা !
সংস্কারের বদ্ধ কোণে জমাট কালো।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর --- সাদা মানুষ
উড়্‌ নি এবং ধুতিপরা, প্রণাম তোমায়
চেয়ে দ্যাখো দেশের মানুষ শ্রদ্ধা জানায়
সবার মনে জ্বেলে দিও জ্ঞানের আলো।

সাগর - প্রণাম

হান্ নান আহসান

আঠারো শ’ বিশ

জন্মদিনে তাঁর

গলায় মালা দিস।

মেদ্ নীপুরে বাস

সৃজনে উদ্ ভাস

সীতার বনবাস

বেতাল, বোধোদয়

বর্ণপরিচয় !

কথামালার ফুল

সুগন্ধে মশগুল।

কে তিনি, কে ? সাগর

অতল ও অপার

তাঁকেও নমস্কার ----

মুখর ছেলেবেলা

সুখেন্দু মজুমদার

ছোট্টবেলায় মা দিয়েছেন ভাষা,

সেখান থেকেই আমার উঠে আসা।

এখন বলো করবে কে উদ্ধার ?

একটি সে-নাম অন্তরে বারবার।

জানতে হবে শিখতে হবে আরও,

আলোর পথটা আটকিও না ছাড়ো।

খুঁজছে নদী -কই মোহনা জাগর ?

আমরা খুঁজি তোমায় বিদ্যাসাগর।

জল পড়া আর পাতা নড়ার খেলা,

এসব নিয়েই মুখর ছেলেবেলা।

সিংহশিশু

শমীন্দ্র ভৌমিক

কাজের মধ্যে ডুবতে এবং কাজের মধ্যে ভাসতে
যিনি বেসেছিলেন ভালো
তাঁর চোখের তারায় ঝিক্ মিক্ তাঁর মনের মধ্যে চিক্ মিক্
ছিল ভোর আকাশের আলো।

আমরা সেই আলোতে লিখি এবং সেই আলোতে চলি
পাথর ভাঙতে ভাঙতে ভাঙতে
এবং সেই আলোতেই চলবো আর শেষ কথা এই বলবো
না হয় কখ্ খনো আর থামতে।

তিনি এসেছিলেন বলেই, এই ভাঙা বাঙ্ লাদেশে
রাঙা স্বপ্ন ফুটেছিল
তিনি এসেছিলেন বলেই যত দুচ্ছাই নাঙ্গারা
মাথা তুলতে শিখেছিল।

বিদ্যাসাগর, শ্রীচরনেষু

মৃদুল দাশগুপ্ত

বীরসিংহের বিদ্যাসাগর

বর্ণপরিচয়ে

শিখিয়েছিলে, সব ভুলেছি

আমরা অবক্ষয়ে।

মাতৃহারা আজ বাঙালি

মাতৃভাষা ভুলে

ছেলেমেয়ের হিল্লে করি

ইংরেজি ইসকুলে।

হিন্দি কিন্তু ভালই জানি

অভ্যাসে অভ্যাসে

এই কারণে বেতন মেলে

চারটি হাজার মাসে।

জল পড়ল পাতা নড়ল

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

জল পড়লো পাতা নড়লো

আর নড়লো কি

আর নড়লো জোড়াসাঁকোর

বালক ঠাকুরটি

. নড়তে নড়তে রবিঠাকুর

. পালক ঠাকুর কে

. জল ঝরালো পাতা নড়ালো

. পাখী উড়ালো যে

. 'বীরসিংহের সিংহশিশু'

. ঠাকুরদাসের 'এঁড়ে'

. ঘুমকাতুরে বঙ্গদেশের

. দিলেন ঝুঁটি নেড়ে !

বিদ্যাসাগর মশাই হয়ে

দীপ মুখোপাধ্যায়

ঠ্যাং তুলেছিল প্রতিশোধের

ঝড় বয়ে যায় দপ্তরে

বিদ্যাসাগর মশাই ভেবে

সাব্বাস দেয় সব তোরে।

ভাবতে গেলে এখন সে--সব

শীত কাঁপিয়ে ব্যামো ধরে

মায়ের অসুখ খবর পেয়ে

ঝাঁপ দিয়েছিল দামোদরে ?

শুধু কি টিপসই দিয়েছিল

জ্ঞান ঢেলেছিস ইতরকে ?

মন দিয়েছিস সমাজসেবায়

জরাস না বিতর্কে !

আঁক শিখেছিস মাইলস্টোনে

গাইবে যে গুণ নাতিতে

বিদ্যাসাগর মশাই হয়ে

পড়বি গ্যাসের বাতিতে

ছিলেন তিনি আছেন তিনি

অপূর্বকুমার কুন্ডু

অনেক বাধা, অনেক বিরোধ---

একটি মানুষ ঘিরে ,

চলার পথে এগিয়ে আছেন

তাকাননি আর ফিরে !

ঝড় উঠেছে প্রবল ভাবে ---

বুক পেতেছেন তিনি,

সেই মানুষের কাছে এখন

আমরা সবাই ঋণী!

সবার জন্যে একটি মানুষ,

অন্ধকার এই দেশে---

জ্বালিয়ে দিলেন আলোর প্রদীপ ;

উঠলো আলোক হেসে!

ছিলেন তিনি, আছেন তিনি

সবার সাথে সাথে ;

সকল বাধা অতিক্রমের---

সফল সুপ্রভাতের!!!

দয়ার সাগর

রূপক চট্টরাজ

চোখ ফুটতেই দেখেছি আলো
বোল ফুটতেই ডেকেছি ‘মা’---
অশিক্ষা দূর ক’রতে বলো
কে শেখালেন ‘অ’ আর ‘আ’!
জ্ঞান গরিমার মূর্ত প্রতীক
কে দেখালেন পরসেবা,
দান দয়া আর মানবধর্ম
পুরুষত্ব শেখান কে বা !
স্ত্রী শিক্ষায় পথ দেখালেন
দুঃখ ঘোচান বাল-বিধবার---
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
তোমার আমার, তিনি সবার।

জেগে ওঠো বর্ণমালা

শৈলেন্দ্র হালদার

সন্ধ্যে যখন নামল তোমার মনখারাপের জানলা দিয়ে

ভাল্লাগে না করুণ বাঁশি, ধানের ক্ষেতে আল না দিয়ে ---

উপায় তো নেই , অন্য মনে কইব কথা দুদন্ডকাল !

পেটের আগুন নিববে না সে , কোথায় পাব খুদ-অন্ন কাল ?

জনস্রোতেই ভূতের বেগার কলের পেটে ছন্দ তারি,

রূপকথারই দেশ তো ফোটায় এই যে ভয়াল অন্ধকারই !

'বলং বলং বাহু বলং' এইটে ফলুক ধান গাছেই

সক্ষমতায় ডুবলে মানুষ ভুলবে তখন দাঙ্গা সে-ই---!

রুদ্ধভাষা কন্ঠ পাবেই উঠবে কেঁপে বালকসেনা,

সুয্যি ঠাকুর মাথার উপর কিন্তু তাদের পালক সে না!

রোদের তরোয়াল ধরেছে, শুদ্ধ যে এক বর্ণমালা---

ইস্কুলে তার নাম দিয়েছে ধাম দিয়েছে স্বর্ণথালা

থালায় বসেন বিশ্বভুবন, নিঃস্বভুবন আনলো ভ'রে,

নিবাস তাহার জোড়াসাঁকো সুপ্তি যে সব ভাঙলো ও'রে |

আছড়ে পড়ে সমুদ্র ওই, গর্জে ওঠে অগ্নি ও সে

তাঁর চেতনায় মুগ্ধভুবন, আবাল-বৃদ্ধা-ভগ্নীও সে!

নতুন যুগের সিংহশাবক, চেতনপাবক দৃশ্যরই

তোমার বুকের মধ্যে জ্বলে বঙ্গদেশের ঈশ্বরী!

গোপাল

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বালক এখন বদলে গেছে

. যাচ্ছে বখে, রটাস !

যুগের সাথে তাল মিশিয়ে

. একটু টিসুম, ফটাস !

. এসব করে, কিন্তু সুবোধ

. ইস্কুলে যায়, চিনিস ?

. না বলে সে নেয় না ভুলে

. পরের কোনো জিনিস !

গোপাল গোপাল ঐ তো গোপাল

. হাতে খাতা-শেলেট !

ডাকছি তাকে, সে থামে না

. আজ হয়েছে যে লেট !

. বাইরে আমি রঙ বাহারী

. গায়ে ময়ূর পালক !

. কোথায় বর্ণ -পরিচয়ের

. সেই হারানো বালক !

বালক এখন বদলে গেছে

. খোর হয়েছে টিভির !

হাজার মজা ভিডিও -গেম

. সবাই জড়ো, কী ভীড় !

এক ঈশ্বর

বিজন দাস

খেলাবাটীর ছোট্ট খুকির

বাপ-বয়সী বর

ও খুকি তুই বুড়োবরের

চুলের মুঠি ধর।

ঘাটের দিকে এঁক -পা তবু

এক-পা ছাঁতনাতলায়

দে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে

কে হাঁকে বাজ-গলায়।

রাগ -থরথর কুলীনপতির

টোপর কেন নড়ে ?

সমস্ত কু লীন হয়ে যায়

এক ঈশ্বর-ঝড়ে।

কন্যে হবে বিদ্যেবতী

মস্ত অনাচার

ডাক দিল কে, বলছে যারা

কেউ পাবে না পার

টিকিসমেত মুন্ডু নিয়ে

ভন্ডেরা চমকালো

চোখ ফোটালো সব মানুষের

এক ঈশ্বর-আলো ।

তরমুজ

কবি অমিতাভ গুপ্ত

কবি অমিতাভ গুপ্তর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

রোদে পোড়া মাঠ পেরিয়ে চলেছেন ঈশ্বরচন্দ্র

আরো এগারো বছর পরে জুটবে

তাঁর বিদ্যাসগর উপাধনটি

কিন্তু তার আগে এই দীর্ঘ পথ, এই মাঠ

সঙ্গে ছিলেন ঠাকুরদাস কিংবা আরো কেউ কেউ

মাইলস্টোন দেখে দেখে ইংরেজি সংখ্যাগুলি শিখে নেওয়ার

অপরূপ কাহিনীটিও রচিত হতে শুরু করল

কনিতু সেই পথটিও ছিল দীর্ঘ তৃষ্ণায় অস্থির

আটবছর বয়সের একটি বালক

হটাৎ কোন্ এক আশ্চর্য উদ্ভাস নিয়ে

এল এক তরমুজওয়ালা

কী শান্তি সেই তৃষ্ণাজুড়ানো সুঠাম ফলের গভীরে

যার কথা

ঈশ্বরচন্দ্র ভুলতে পারেননি, হয়তো কার্মাটারে তাঁর

সেই পিপাসাময় শেষ জীবনেও

ঈশ্বরচন্দ্র

কবি তারকনাথ সরকার

কবি তারকনাথ সরকারের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বীরসিংহের বিদ্যাসাগর, করুণা অপার,

দয়ার সাগর তুমি, তুলনা নেই তার।

বিদ্যার্জনে করেছিলে কঠোর তপস্যা,

সর্বদা আগুয়ান-- ঘোচাতে সামাজিক সমস্যা।

প্রতিকূলে ছিল অদম্য জেদ,

বিধবা-বাল্য বিবাহ রদ, নারী শিক্ষায় ছিল নাকো ছেদ।

বর্ণপরিচয়, কথামালা বা নীতিবোধ,

তোমার ঋণ কভু হবে নাকো শোধ।

বিদ্যাসাগর

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

পুরুষ সিংহ জন্মেছিলেন
বীরসিংহ গ্রামে,
সাহেব-সুবো ঘাবড়ে যেতেন
বিদ্যাসাগর নামে।

অ আ ক খ লিখেই যিনি
অমর বঙ্গদেশে,
তিনিই যেতেন সবখানেতে
ধুতি চাদর বেশে।

উপাধিতেই চেনেন সবাই
এমন দাপট তাঁর,
জল ফুঁস্ ফুঁস্ দামোদরও
এক সাঁতারেই পার।

দান-ধ্যানেতেও কম তিনি নন
দয়ার সাগর প্রাণে,
হাস্যরসেও জুড়ি নেই তাঁর
সকল লোকেই জানে।

সাগরে গাগর

কবি দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

যে বর্ণে লিখেছি দেড়শ বছর ধরে
হঠাৎ কেন সে বর্ণ আজ রক্ত শিশির ঝরে ?
যিনি ছিলেন ভাষার জনক জ্ঞান-বিদ্যার সাগর
হঠাৎ কেন তাঁর সাগরে ভাসছে শূন্য গাগর ?

দীনের সাগর দয়ার সাগর বিদ্যার সাগর যিনি
আমরা জানি সেই সাগরের গভীরতা কতখানি ?
যাঁর দয়াতে বাঙালি পেয়েছে বর্ণের পরিচয়
তাঁর প্রতি এই অবমাননা, বাংলার ক্ষতি নয় ?

তিনিই আমাদের শিখিয়ে গেছেন বাক্য কাহাকে বলে
তবে কেন তাঁর শিক্ষাকে আজ ফেলা হল রসাতলে ?
তাঁর দ্বারইতো শিখেছি আমরা বর্ণমালার বোধ
তাঁর ঋণ কি কখনও আমরা করতে পারিব শোধ ?

শিক্ষা নিয়েই তিনি কেবল ছিলেন নাকো ব্যস্ত
দেশ ও দশের জনকল্যাণে থেকেছেন সদা ত্রস্ত
দু-হাত ভরে লিখেছেন যিনি বাংলা বর্ণমালা
যাঁর দয়াতে আমরা বাঙালি পেয়েছি জ্ঞানের ডালা

স্বরবর্ণ কাকে বলে ব্যাঞ্জণবর্ণ কি
তাঁরই রচিত জ্ঞানডালা থেকে আমরা পেয়েছি
তিনি হলেন শিক্ষাগুরু জনক বাংলা ভাষার
তিনি বাংলার জ্ঞানের প্রদীপ বাঙালির ভালোবাসার।

বিদ্যাসাগর

কবি লায়েক মইনুল হক

মেঘের দেশে ছড়াগ্রন্থ থেকে নেওয়া।

কবি লায়েক মইনুল হক-এর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

বিদ্যাসাগর মাথা ডাগর

পড়ার বই জ্ঞানের মই

. সবাই তা মানে

সাহসী ছেলে ডানা মেলে

পার যে হলে নদীর জলে

. বিশ্ববাসী জানে।

বর্ণপরিচয় দেড়শো পার হয়

খোকা খুকু পড়ে সবার ঘরে ঘরে

. খুলল চোখের দ্বার

করতে নাকো ভয় তাইতো তোমার জয়

ফুলে ওঠে বুক মনে পাই সুখ

. এ কথা বলি বারবার।

বীরসিংহের বীর উচ্চ তোমার শির

শিক্ষায় দিলে আলো দেশের হলো ভালো

. আমরা মেনেছি হার।

বিদ্যাসাগর জ্ঞানের সাগর

দয়ার সাগর সেবার সাগর

. বলছি শতবার

. ফিরে এসো একবার।

গোপাল ভালো ছেলে নয়

কবি রাজেশ দত্ত

কবিতাটি লেখা হয় ২২.০৬.১৯৮৭ তারিখে, কবির ষোলো বছর বয়সে।

কবি রাজেশ দত্তর কবিতার পাতা যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

ছেলেবেলায় বড়ো বড়ো আখরে
বিদ্যেসাগরের বইতে পড়েছিলেম,
গোপাল বড়ো ভালো ছেলে।
গোপাল রোজ ইস্কুলে যায়।
বাবা-মা'র কথা শোনে,
অবাধ্য হয় না কখনো কারোর।

বর্ণপরিচয়ের গোপাল আজ বড়ো হয়েছে।
গোপাল এখন আর ভালো নেই।
গোপালের হাতে বইখাতার বদলে
তাজা কার্তুজ ভরা রিভলভার।
গোপাল এখন আর বাধ্য নেই,
বাবার কথা শোনে না
মায়ের কথা শোনে না
সমাজের কারোরই না,
গোপালেরও না।

গোপাল আজ পড়তে যায় না।
রাতের অন্ধকারে শ্বাপদের মতো
গোপন আস্তানায় আনাগোনা।
গোপাল আজ ঝগড়া করে
বাবার সাথে
মায়ের সাথে
সমাজের সকলের সাথে,
গোপালের সাথেও ঝগড়া করে।

বিদ্যেসাগর তোমার গোপাল
আর ভালো নেই।
গোপাল আর ভালো ছেলে নয়।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ

কবি অমিতাভ ভট্টাচার্য
কবিতাটি আমাদের পাঠিয়েছেন কবি রাজেশ দত্ত।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, ভয়ানক বদরাগী
বিধবাদের বিয়ে দিয়ে হলেন পাপের ভাগী,
সমাজ গেল উৎসন্নে, মেয়েরা ইস্কুলে
সায়েবসুবোর সামনেতে দ্যান টেবিলে পা তুলে।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, নাস্তিক এক লোক
সাংখ্য এবং বেদান্ততে বসিয়ে দিলেন কোপ,
ম্লেচ্ছ যত তত্ত্বকথা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান
আধ্যাত্মিক এই দেশেতে পাঠ্য তিনি চান।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, খুব দাম্ভিক ভাব
পাত না পেয়ে পরমহংস কষে দিলেন শাপ,
যুগপুরুষ, হঠযোগী, স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী
ফাঁকি মারায় খেয়ে নিলেন তাঁর চাকরিখানি।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, ভীষণই ঠোঁটকাটা
শিষ্ট অতি, খ্রিস্টে মতি—তাঁরাও হাড়ে চটা,
ভগবানে পাপ দেবে না, এসব কথা ছাড়া
শিশুপাঠ্য বই লিখলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, একগুঁইয়ে আর জেদি
চাকরি ছাড়েন স্বাধীনতায় হাত পড়ে যায় যদি,
একার হাতেই গড়ে তোলেন বিরাট প্রতিষ্ঠান
সেই জেদেরই সাক্ষী দেবে মেট্রোপলিটান।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, সস্তা বাহাদুরি
রাস্তা থেকে রুগী তুলে আনেন নিজের বাড়ি,
রোগের ভয়ে মানুষ যখন বন্দী নিজের ঘরে
তখন কিনা নিজের হাতে রুগীর সেবা করে!

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, কামান ভালোই টাকা
সেসব তো যায় দানের ঘরে, জমার ঘরে ফাঁকা,
হাড়হাভাতে মেয়ের মাথায় যত্নে মাখান তেল
জাতধর্ম তুলল চুলোয় এমনই আক্কেল।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, সঙ্গ করেন বদ
চিনেছিলেন কে লিখবেন এক মেঘনাদবধ,
বিদ্যেবোঝাই বেঁটেবামুন জানেন অনেক ছল,
দুঃস্থ আঁতুর দেখলে তো তাই দুচোখ ভরে জল।

যশুরে কৈ, কশুরে যৈ, খাপছাড়া অদ্ভুত
ভগবানের এই দেশেতে নিতান্ত এক ভূত,
বিদ্যাসাগর এই সমাজে অনেক বদল চান
সত্যি তিনি এই দেশেতে বড্ড বেমানান।

বিদ্যাসাগর স্মরণে

কবি রাজেশ দত্ত

বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে ২৭ জুলাই, ২০১৯-এ রচিত।

মিলনসাগরে কবির পাতায় যেতে এখানে ক্লিক করুন . . .

বিদ্যাসাগর আছেন বেঁচে
শহর, গঞ্জ-গাঁয়ে।
বিদ্যাসাগর সুচেতনার
বর্ণ পরিচয়ে।

বিদ্যাসাগর হেঁশেল ঘরে
বঙ্গনারীর প্রাণে
নিভন্ত এই চুল্লিতে
দারুণ অগ্নিবাণে।

বিদ্যাসাগর কারমাটারে
আদিবাসীদের পাশে
ধামসা-মাদল ছন্দে আছেন
শাল, মহুল, পলাশে।

বিদ্যাসাগর স্বপ্ন দেখেন
মুক্তমনার চোখে,
শ্রাবণ মেঘের ঘনঘটায়
নতুন সূর্যালোকে।

বিদ্যাসাগর আঁধার রাতে
দীপ্ত মশাল শিখা,
আজও হাঁটেন দৃপ্ত, সটান
অনন্ত পথ একা॥

বিদ্যাসাগর

কবি কেশব মেট্যা

বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে ২৬,৯. ২০১৯-এ প্রকাশিত।

ইমেল - keshabmetya1985@gmail.com

এক ডাকেতেই সবাই চেনেন বীরসিংহ গ্রাম–
সেই মাটিতে জন্ম নিলেন বিদ্যাসাগর নাম।
বিদ্যাসাগর দয়ারসাগর নেই তো আর কেউ,
দেশজুড়ে আনেন আলো অ আ ক খ-র ঢেউ।

বর্ণমালার কর্ণ তিনি, নারীর মুখের ভাষা
গরীব দুখীর ঈশ্বর হয়ে জোগান অন্ন আশা।
গ্রামে গ্রামে ইসকুল কি, আর গড়েছেন কেউ?
দেশজুড়ে আনেন আলো অ আ ক খ- র ঢেউ।

অনেক বাধা অনেক বিরোধ আঁধারঘন দেশে
ঝড় সয়েছেন বুক পেতেছেন বীরের ছদ্মবেশে।
কুলীন বুড়োর বহুবিবাহে বাধা দিয়েছেন কেউ?
দেশজুড়ে তিনিই প্রথম দিনবদলের ঢেউ।

বিধবার বিয়ে দিয়ে জ্বালেন প্রাণের আলো...
এমন সাগর ঢেউ এর ভয়ে ভীরু-গোঁড়া চমকালো।
মায়ের আলো মায়ের ভাষা ভুলছো বুঝি কেউ?
জীবনসাগরে বিদ্যাসাগর নবজীবনের ঢেউ...

গোলদীঘির মূর্তিকে নিয়ে

কবি অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

ধ্যানাসন-সমাসীন ধৃতগ্রন্থ প্রতীকপুরুষ

জলাশয়ধারে যেন মহাকাল-প্রহরীপ্রতিম,

বকরূপী ধর্মের মতোই দিলেন সতর্কীকরণ –

'জলে নামবার আগে দাও আমার প্রশ্নের উত্তর!'

কিন্তু তাতে হবে হুঁশ –

বাঙালি বিপ্লবী নয় সে-রকম ধর্মের পুত্তর!

সুতরাং সেই মহাভারতীয় ধ্রুপদী মরণ

এলো তারও, যদিও তা অন্য ঢঙে – সে মেনেছে অন্য যে শাস্তর,

জবাব সে দেয়নাকো, তূণে তার ঘৃণা যে অসীম –

সে-আয়ুধে মাথা কাটে ধ্যানমূর্তির, ভাবে নিজে নিরঙ্কুশ,

পায়না শুনতে স্বর – ভেসে আসে ঋজু, সুমহিম :---

'পেয়েছি উত্তর আমার, ঠিক আছে কার্য ও কারণ!'

গোলদীঘি-পারে চলে হট্টগোল তারপরে বড়ো –

অবিশ্রান্ত সভা বসে –প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধিক্কার ;---

বাঙলার বিবেক নাকি আক্রান্ত –এইমতো কত,

অপুর্ব সে প্রদর্শনী, সুবিচিত্র, চীৎকৃত ব্যাপার!

শতাব্দীর প্রহরী সে-প্রতিজ্ঞাপুরুষ ধ্যানলীন

বসে বসে দেখে যান – ছিন্নমস্ত মূর্তি সে তো জড়,

মালা-মাইক- মন্ত্রীর তামাশাও চলে অবিরত –

অতঃপর করা হয় পুনরায় মুন্ড-সংস্থাপন ;

যদিও প্রহরী ছিল সতর্কিত, উঁচিয়ে সঙ্গীন!

শোনা যায়নাকো শুধু সেদিন সে মহাডামাডোলে

সেই পুরুষের স্বর, আশ্রয় যার শিলাসন :---

"সাত-পুরু চেঁছে ফেলে এ-মাটিতে যদি কিছু ফলে!"

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবিতাটি আমাদের পাঠিয়েছেন কবি রাজেশ দত্ত।

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর

.   শৌর্য্যসাগর তুমি,

তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,

.   ধন্য ভারতভূমি।

জলধির মত গভীর উদার,

শ্যামল কোমল সম বসুধার,

পর্ব্বতসম দৃঢ় ও সমুচ্চ,

.   নীল অম্বর চুমি।

প্রচার করেছ জীবনে যে কাজ,

.   সাধিয়াছ সেই কাজে,

করেছ তুচ্ছ অরির ভ্রুকুটী,

.   জীবন-সমর মাঝে।

কাঁদিয়াছ তুমি পরের জন্য,

মাথায় করিয়া নিয়েছ দৈন্য,

তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,

.   ধন্য ভারতভুমি।

বিদ্যাসাগর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবিতাটি আমাদের পাঠিয়েছেন কবি রাজেশ দত্ত।

সঙ্গীত

তারকা নিবিয়া যায় ; তথাপি অসীম ব্যোমে

অযুত বরষ বাহি' তাহার কিরণ ভ্রমে !

সঙ্গীত থামিয়া যয় ; তথাপি স্মৃতির মাঝে

মানব-জীবন ব্যাপি' তাহার ঝঙ্কার বাজে !

কুসুম শুকায়ে যায় ; তাহার সৌরভরাশি

প্রভাত-পবন সনে কাননে বেড়ায় ভাসি' !

প্রতিভা চলিয়া যায় ; তাহার মহিমা জাগে---

ভকতি করুণা স্নেহে ক্ষমায় সেবায় ত্যাগে।

প্রণাম

কবি আর্যতীর্থ

স্কুল যাওয়া মেয়ে, প্রণাম করো, উনি তোমার জন্মদাতা,
প্রথম আলোর রশ্মি এনে আঁধার ভরা অন্তঃপুরে
জানলা খুলে বলেছিলেন 'পুরুষ তোমার নয় বিধাতা,
অক্ষরজ্ঞান দিলাম তোমায়, স্বপ্ন আঁকো আকাশ জুড়ে।'
নারীবাদী, চরণ ছুঁয়ে ভরসা জোগাও শিরদাঁড়াকে,
মুছলে সিঁদুর জীবন না শেষ সেই ধারণার উনিই কৃষক,
আজকে যারা শেকল ভেঙে দিচ্ছে সাড়া মনের ডাকে,
সব গাছই সেই মহান বীজের প্রজন্মদের প্রকাশ নিছক।
প্রণাম করো, যারা ভাবো ঈশ্বর নন খুব প্রয়োজন,
মানুষ যখন খিদেয় ভোগে, পুজো আজান তখন বেকার
রাজনীতি নেয় পুষ্যি যদি, ধর্ম তখন হয় বিভীষণ,
তিনিই খুলে চোখের বাঁধন দৃষ্টি দিলেন সত্যি দেখার।
প্রণাম করো কবিরা সব, কলম যারা জ্বালাও দ্রোহে
তাঁর উৎসাহেই মধুসূদন বাঁধ ভেঙে দেন পয়ারমিলের,
সারস্বতের বিচার যখন নিয়ম মানার অন্ধ মোহে,
কবির হাতে হাতুড়ি দেন ভিত উড়াতে সেই পাঁচিলের।
প্রণাম করো বঙ্গভাষী, এই লেখাটা পড়ছো যে আজ,
বিবর্তনের প্রথম দিকে বাংলা চলে তাঁর হাত ধরে,
সেই কাঠামোর নকশা ধরে ডিঙি এখন বিশাল জাহাজ,
যার ক্যাপ্টেন রবীন্দ্রনাথ হাল ধরবেন আরো পরে।
বাদবাকি যে মূর্তিকামী, নেহাত ভোটের টোপের খোঁজে
মশালগুলো নিভিয়ে দিয়ে জ্বালছো নামে মোমের বাতি
ভাবছো এতেই শিক্ষিতদের মন পাওয়া যায় খুব সহজে
যদিও ওনার উল্টোপথেই হাঁটছে তোমার সঙ্গীসাথী,
তাঁর পা থেকে থাকো দূরে, পড়তে পারে সপাট লাথি..

অ -- আ -- ক -- খ

মুস্কাফা নাশাদ

অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে

পড়িস যে খুব মাথা নেড়ে।

সহজ সরল এমন ভাষা

ছিল না রে পাপান, পাশা।

. আ-য়ে আনারস পড়িস শুনি,

. কার সে কৃপায় ; কোন সে গুণী ?

. কে সাজালেন ইন্দুবালা,

. বর্ণ - পরিচয় - এর ডালা ?

ক-য়ে কিরণ বলল হেসে

কচি -কাঁচায় ভালবেসে ,

বিদ্যাসাগর মহাশয়

লেখেন বর্ণ-পরিচয়।

. খ-য়ে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ে

. বাংলা এখন বিশ্বজুড়ে।

. তাঁর সুবাদে করছে বিরাজ

. জানে যোশেফ, সুধীন, সিরাজ।

বিদ্যাসাগর

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদ্ নিপুরের মানুষ যিনি
কোমল কঠিন বিশাল হৃদয়।
হাঁটতে হাঁটতে এলেন তিনি
করতে তাবৎ বিশ্বজয়।

. সহজ পাঠের বইটি কোথায়
. কলম হাতে লেখক হলেন।
. শেকস্ পিয়ারকে জানতে সবাই
. ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থ খোলেন।

বিদ্যাসাগর

অশোককুমার মিত্র

বিদ্যাসাগর ? সে কোন সাগর ? সেই সাগরে সোজাই

মুক্তা আছে ? মাণিক আছে ? প্রবাল আছে বোঝাই ?

জল কি শুধু দিগন্ত-ছুঁই ? শুধুই লবণ-গোলা ?

ঢেউ কি থাকে উথাল-পাতাল ? মন্দ-মৃদু দোলা ?

বিদ্যাসাগর মস্ত সাগর--- সেই সাগরে থাকে ---

হৃদয়-জোড়া ভালোবাসা শুক্তি ঢেকে রাখে,

গভীর জ্ঞানের ভাঁড়ার তবু লেখেন অ-আ-র বই

শিশুর প্রতি দরদ মাখা এমন নজির কই ?

ছোট্ট মেয়ের দুঃখ দেখে তার প্রতিকার খোঁজেন

দয়ার সাগর হলেই পরে বিদ্যাসাগর বোঝেন।

জ্ঞান ও দয়া, মানবতাই মুক্তা এবং মাণিক

নইলে হতেন বিদ্যাসাগর লবণ-গোলা খানিক।

বাংলা এখন

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

বিদ্যাসাগর মশাই শুনুন, চাদর আছে সঙ্গে ?
থাক বা না থাক, আসুন বসুন এই আমাদের বঙ্গে।
বর্ণবোধের লাল মলাটে বাংলা ভাষার সজ্জা ,
বলুন তবু বসতে খেতে কিসের এত লজ্জা ?

রাগ করেছেন ? রাগটা কিসের ? কেউ চিনি না বর্ণ ?
জানেন না কি আমরা সবাই দারুণ অধমর্ণ ?
বাংলা ছেড়ে ইংরাজিতে বসছি শুচ্ছি খাচ্ছি
ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখে কেমন ভেসে যাচ্ছি!

স্মরণ আছে একাত্তরের গভীর রাতে মূর্তি
আমরা ভেঙে সবাই মিলে খুব করেছি ফুর্তি।
বাংলা এখন 'অ্যাডিশনাল', হায় রে বোকার স্বর্গ
নিজের মাথা কাটছি কারণ রাজনীতিটাই খড়্গ।

বিদ্যাসাগর মশাই শুনুন এলেন কিসের জন্য ?
বাংলাভাষা বাতিল ক'রে আমরা মান্যগণ্য।
ইংরেজিতে আমরা নাচি, মাতৃভাষাই তুচ্ছ
ইংরেজিতে দেখুন কেমন লাগাই ময়ূরপুচ্ছ।

বিদ্যাসাগর আবার আসুন, দেবেন না আর লজ্জা,
এই যে দেখুন অ আ ক খ -র ফের পেতেছি শয্যা।
চটি জোড়া কোথায় বলুন, একটু করি স্পর্শ
বিদ্যাসাগর আপনি থাকুন আরও হাজার বর্ষ।

আড়ি

সুধীন্দ্র সরকার

মনটি আমার বেজায় দুঃখে ভারী,

বিদ্যাসাগর তোমার সঙ্গে আড়ি !

'মেয়েরা সব পড়বে ছেলের মতো,'

বললে বটে ! ঝক্কি জানো কত ?

পুঁচকে আমি তিনবছরের মেয়ে,

এই দেখনা আমার দিকে চেয়ে ----

বইয়ের ভারে বুক যে ফেটে যায় !

লেখাপড়া করতে কে-না চায় ?

নাসার্রিতেই গাদা-বইয়ের কাঁড়ি,

বিদ্যাসাগর, আড়ি ! আড়ি ! আড়ি !

সাগর সঙ্গমে

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

সাগর! সাগর ! বিদ্যাসাগর ! নেই সাগরের শেষ
আজো সবাই তাই খুঁজে পাই তোমার জ্ঞানের রেশ!
সাগর! সাগর! দয়ার সাগর! বিশাল তোমার মন
বীরসিংহের সিংহশাবক সবার আপনজন!!

সাগর ! সাগর ! গুণের সাগর ! যায় না দেওয়া দাম
মানব-মনের মণিকোঠায় থাকবে লেখা নাম !
বিদ্যাসাগর ! দয়ার সাগর ! গুণের সাগর তুমি
তোমার নামে মুগ্ধ মানুষ, শুদ্ধ ভারতভূমি !!!

মূক-মুখে দাও ভাষা তুমিই যোগাও আলো-আশা
মনের কোনে স্বপ্ন বোনে তোমার ভালবাসা !
বিদ্যাসাগর, তোমার কাছে আমরা সবাই ঋণী
দুঃখে -সুখে সবার বুকে থাকবে চিরদিনই !!

বীরসিংহের সিংহশিশু সত্যি তুমি বীর
তোমার নামে শহর- গ্রামে তাই জমে আজ ভীড় !
ঠাকুরদাস আর ভগবতীর দরিদ্র দীন ছেলে
পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়েই জীবন পেলে !!

লাঞ্ছিত আর বঞ্চিতদের জন্যে জ্বেলে আলো
ঘুঁচিয়ে আঁধার বিঘ্ন -বাধার অশিক্ষা-মেঘ কালো !
ছিলে আছো থাকবে তুমি সত্যি সবার প্রিয়
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধা -প্রণাম নিও !!

বর্ণমালার ছবি

অপূর্ব দত্ত

সেই ছেলেটা, প্যান্টে তালি, হাঁটু অব্দি কাদা

বই খাতা নেই, ইস্কুলও নেই চালচুলো বনবাদাড়।

সেই ছেলেটার বন্ধু পাখি গাছগাছালি আকাশ

দুঃখবিহীন দু'চোখ যেন কাজল দিয়ে আঁকা।

সেই ছেলে রোজ দাঁড়িয়ে দ্যাখে হাপুসহুপুস রোদে

ওর বয়সী বাচ্চারা সব ইস্কুলে যায়, ওদের

ফুটফুটে সাজ, পিঠের ব্যাগে বইখাতা আর খাবার

দেখতে দেখতে সকাল বিকেল সারা দুপুর কাবার।

কাঠকুড়ানি রুগ্ন মায়ের শীর্ণ দু-হাত ধরে

সেই ছেলেটা ঘুমোয়, স্বপ্ন দ্যাখে ঘুমের ঘোরে--

আস্তে আস্তে কালো শ্লেটে ফুটে উঠল রেখা

আজ আম কর খল আ-কার ই-কার এ-কার।

দেখতে দেখতে বর্ণমালা রূপ নিল এক ছবির

ছবির থেকে মাধুর্য এবং মানুষ থেকে কবি।

সেই ছেলেটার মনে তখন সাগর দেখার খুশি ছলাৎ ছল্

জল পড়ে --- পাতা নড়ে--- জল পড়ে--- জল--

বিদ্যাসাগরের চটি

দেবব্রত ঘোষ

চটির সাথে পাল্লা দেবে বুটের এত সাহস ?
ওই চটি যে অহঙ্কারীর নাকের কাছে ঘোরে ,
সাহেব-সুবো বাদসা-উজির কেউকেটা তুই যা হোস
তেমন কিছু দেখলে চটি দেয় না ছেড়ে ওরে |

ঠিক-বেঠিকের দোহাই তুলে সমাজ ফাটায় কারা ?
বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই রাখুন তুলে পুঁথি ||
দুইবেলা যে পায় না খেতে, ঘর থেকে ঘর ছাড়া,
তার কানে কি পৌঁছাবে এই অসার জ্ঞানের দ্যুতি ?

টিকির ফাঁসে ধম্মো এঁটে ফিকির মারে উঁকি ;
হায় দেশাচার, এই না হলে আমরা পিছু হটি!
স্মরণ রেখো আর বেশিদিন টিকবে না বুজরুকি,
যায় না বলা হঠাৎ কখন উঠবে ফুঁসে চটি |

সার্থক ছড়াকার ঈশ্বরচন্দ্র

প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়

জল পড়ে পাতা নড়ে

প্রথম ভাগে প্রথম পড়ে |

শিশুরবি উথাল-পাতাল ,

কথায় সুরে চিত্ত মাতাল !

. বিশ্বকবির কদম শিহর,

. জড়ে প্রথম চেতন লহর !

. যে ছড়াকার স্পর্শে জাগর,

. সে আমাদের বিদ্যাসাগর !

খোকা খোকা ডাক পাড়ে

সরল দে

খোকা খোকা ডার পাড়ে কে
.   খোকার তো নেই মা!
হাতে খোকার আমলকিফল
.   পথে খোকার পা।

খোকার চোখে আখর ফোটে
.   কাঁকর ফোটে পায়.,
একটা আখর চিনলে খোকা
.   একমুঠো রোদ পায়।

ঢং ঢং ঢং ঘন্টা বাজে
.   কই রে খোকা কই ?
খোকার জন্যে এই এনেছি
.   শেলেট খাতা বই।

আকাশতলির ইস্ কুলে ঐ
.   ঘন্টা বাজায় কে ?
ও মালি ও জীবনমালি
.   ফটক খুলে দে।

খোকা খোকা ডাক পাড়ে কে ?
.   কে ডাকে ? মা নয় ?
উথ্ লে ওঠে বিদ্যেসাগর
.   ও খোকা নেই ভয়।

ধন্য দাদু

নবনীতা দেবসেন

কবি নবনীতা দেবসেনের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

আহা, বিধবা বিবাহ যদি

থাকতো বারণ

হায়, আমার তাহলে আর

হতো না জনম !

ভাগ্যে আইন বানিয়েছিলে

বালবিধবার বিয়ে দিলে

তাই তো আমার মা জননীর

মা হবার কারণ |

নইলে হয়ে "কড়ে-রাঁড়ী"

থাকতো পড়ে বাপের বাড়ি

বদলে যেত স্বপ্ন, স্মৃতি

জীবন ধারণ |

আহা, বিধবার বিয়ে যদি

না হতো চারণ!

ধন্য দাদু, আমার তুমিই

জন্মের কারণ ||

তাদের জন্যে

কার্তিক ঘোষ

রাতটা ছিল ভুষোকালির
আকাশ ছিল কালো,
সেই আকাশের শেলেটখানায়
উঠল ফুটে আলো ।

সূয্যি হলো অ---
তারায় তারায় কথা ফুটলো
সবাই বড় হ।
সবাই বলতে কারা ?
দেখতে যারা এইটুকুনি
ঝিলমিলে নীল তারা।
তাদের জন্যে সকাল হলো
ফুল কুড়লো কেউ---
একটা সাগর একাই দিল
সোনা আলোর ঢেউ !

ঈশ্বরকে

পবিত্র সরকার

তোমাকে করব পুজো মুর্তি গড়ে ?
বাজাব ঘন্টাকাঁসর ফূর্তি করে ?
কোথাও কাজের কথা নাই হল-বা,
চালাব বক্তৃতা খুব, জমবে সভা ?

. সকলে নিজের মতো গুছোচ্ছি বেশ।
. রয়েছে অন্ধকারে সমস্ত দেশ।
. বাকি তো অনেক ঘরে প্রদীপ জ্বালা ;
. সেখানে নির্বাসিত বর্ণমালা।

তুমি তো করতে লড়াই নিজের মতন,
দ্যাখনি মুক্ত দেশের এই প্রহসন।
তবুও তোমার নামে এখন জাগি,
দুখিনি বর্ণমালা পড়তে লাগি।

. লিখে দিই সব দেয়ালে স্পষ্ট হাতে,
. এঁকে দিই বর্ণমালা চোখের পাতে।
. বসো গো বর্ণমালা সবার বুকে,
. দ্যাখো দিক বিদ্যাসাগর শিশুর মুখে।

বিদ্যেসাগর

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকে বলে, নাকি সাগরের মতো ছিলে তুমি দেশ ভ'রে।
কেমন সে থাকা ? বলতে পারে না কেউ তো সে ঠিক ক'রে।
বোধহয় সে খুব বড়ো হয়ে থাকা, সাগরের মতো বড়ো---
সে কথা বলতে কত শত লোক সভা ক'রে হল জড়ো।
বলে, নাকি তুমি দয়ার সাগর! দয়া সে কেমন ধারা ?
বলতে, তোমারই যত দান, যত কষ্ট, সে বলে তারা।
কিসের কষ্ট ? সে নাকি লোকের দেখে শুধু চোখে জল
স্নেহে পুড়ে যাওয়া মা-র মতো অবিকল।
দিন -খাটা ধন লুট দিয়ে, দীপ পুড়িয়ে বাকিটা রাতে
কী করে সে ? কার মাথার দিব্যি পালে ব'সে কী কথাতে---
আমি কী বা জানি! কার কথা সে শত কাজ ফেলে খালি
পাশে গিয়ে পড়ে সেই যারা লোক রোগ আর উপোস কালি ?
বান-ডাকা নদী কেন হল পার মা-র ডাকে ঘোর রাতে---
আমি কী তা জানি! মা মোলো আমার ডাকতে না হয় যাতে।
আমি কী বা জানি--- কী মায়া, কী তেজ, কী গ্লানিতে শেষটায়
হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে গেল সে দূর সাঁওতালি গাঁয়!
বিদ্যে সাগর ? কী জানব আমি, কী হয় সে পড়া দিয়ে!
যে আমি ঘুরেছি রাখালের মতো পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে।
কী ক'রে জানব, একটা লোকের মধ্যে কতটা ধরে---
যে আমি ফিরেছি বেঘুম পোয়াতে কানা গলি কালা ঘরে!
শুধু মনে পড়ে খুব ছোটোবেলা "অ -- আ -" পরবার দিনে
কালো ছবিওলা এতটুকু বই বাবা দিয়েছিল কিনে।

একই লোকের নাম

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একই লোকের নাম

নামের মধ্যে ঢাকা আছে জীবন সংগ্রাম ।

জল পড়ে পাতা নড়ে ------ বর্ণপরিচয়

কথামালা পড় আর পড় বোধোদয়।

গ্যাসের আলোয় পড় দিয়ে প্রাণমন

মানুষ হতেই হবে----- এ কঠিন পণ ।

সোনা দিয়ে মানুষকে দয়া করা যায়

ভালোবাসা----- করুণায় প্রাণ ভরা যায়।

দুঃখ পেয়ে দুঃখবাদী মোটে তিনি নন

দুপায়ে মাড়িয়ে ক্লেশ আশাবাদী হন।

যাঁর কাছে বিদ্যা দয়া সমভাবে প্রিয়

তিনিই তো চিরকাল প্রাতঃস্মরণীয় ।

বিদ্যাসাগর কথা অমৃত সমান

ছেলে বুড়ো কহে সবে, শুন পুণ্যবান ॥

হাত ধরো বর্ণমালা

অজিত ত্রিবেদী

সকাল থেকে গরুর মাঠে

দুপুর চটের কলে

শুনি সবাই বলে

কোলিয়ারির গলির কোনে

.   এই যে পাপের বলি'র

পুণ্যে সে কোন্ ছিটকে আসা

এই না আলোর ঘাটে !

আলোয় এসেও অন্ধকারে

.   সকাল

.   দুপুর

.   বিকেল

ছুট্ ছি যতই শেষ নেই তার----

পাই না খুঁজে সেই আলো আর

চোখ-ফোটা এই মনে

ক্যামন কোরে হারিয়ে যাবো

অন্ধকারের কোণে !

যদিও বিকেল বেলা

তবুও এখন ভোর

এবং যখন বোধের ঘরে

সিঁদ কেটেছে চোর ;

খুলতে দুয়ার সাগর তোমার

.   দাও হে স্বর্ণ-তালা ----

পেরোতে বন হাতটি ধরো

.   আজকে বর্ণমালা !

ঈশ্বরের খোঁজে

সন্তোষ দত্ত

সহমরণের চিতার ওপরে দাঁড়িয়ে বলছি শোনো
সেই আগুনেই, যে -আগুন তুমি ভেবেছিলে নিভে গেছে
মাটির কলসি ভেঙে দিয়ে আর পিছু ফিরে চেয়ে দেখেনি
অস্থি মজ্জা ভস্মের স্তূপে অঙ্গার ছিলো বেঁচে !

আর জমেছিলো চারপাশে তার কালো রক্তের চাপ
শতাব্দী ধরে রক্ত মাড়িয়ে ক্লান্ত, দু'চোখে ভয়
ভস্মে লুকানো সেই অঙ্গার হৃদয়ে মারছে ছাপ
দু'পায়ে রক্ত, আমাদের দেহে বিবর্ণ পরিচয় !

ফুটো চাল বেয়ে কেন জল পড়ে পাতা নড়ে ওঠে কীসে ?
আমাদের বউ অবোধ মায়েরা এখনো পায়না থই
সর্বংসহা ধরিত্রী হ'য়ে ডুবে থাকে নীল বিষে
টাকা গুনে নেয় সাদা কাগজেই এঁকে দিয়ে টিপসই ।

তুমি ঈশ্বর, তোমাকেই খুঁজি তোমার উপস্থিতি
আর একবার বেত্রাঘাতে নুব্জ সমাজ শরীর
ঋজু পৌরুষে সোজা করে দিক, নিষ্ফলা বিংশতি
সিঁথির সিঁদুর এঁকে দিক ফের, যৌবনবতী বিধবা এ পৃথিবীর !

অ

প্রমোদ বসু

আমার ভাষার তুমি প্রথম অক্ষর,

বাঙালির বর্ণপরিচয়।

আমার দেশের তুমি প্রতিরোধ-স্বর,

স্পষ্ট মনে হয় ।

তুমি মানে দৃপ্ত প্রাণ, তুমি মানে আলো,

তুমি এক ঐক্যের জয়।

তবু আজ দুঃখতাপ, তবু এই কালো

অন্ধকার সময় !

ঐক্য নেই, বাক্য নয়, মাণিক্য বিরল----

কত মুর্তি ভাঙা হয় আজ !

এ মূর্খ দেশের মুখ আজও অবিচল----

তার মুখ ভাঙে না সমাজ !

আর এক সাগর

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগ বাড়িয়ে আগর

জাগতে জাগতে জাগর

বাংলাদেশের ডাগর ছেলে

হলেন বিদ্যাসাগর।

কেমন সাগর সে

ডুব দিয়ে যাঁর বাঁও মেলে না

জ্ঞানের আকর যে।

একশ' বছর পার

আমরা দেখি তার

মূর্ত্তিখানা সোনায় মোড়া

দয়ার অবতার।

কেমন সাগর সে

বুকের ভেতর অথই জলে

ঢেউ তুলেছে যে।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর

পূর্ণেন্দু পত্রী

কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
ভীষণ বাজে লোক
বলতো কিনা বিধবাদের
আবার বিয়ে হোক ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেখতে এলে বেলে
চাইতো কিনা লেখাপড়া
শিখুক মেয়ে, ছেলে ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেমাকধারী ধাত্
সাহেব যদি জুতো দেখায়
বদলা তত্ক্ষনাৎ ।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
বুদ্ধিশুদ্ধি কই ?
লিখেই চলে লিখেই চলে
শিশুপাঠ্য বই !

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
কপালে তার গেরো
ওষুধ দিয়ে বাঁচায় কিনা
গরীব-গুর্বোদেরও ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
মগজটা কি ফাঁকা ?
যে-যেখানে বিপন্ন তাঁর
জোগানো চাই টাকা ?

সুবাদ

সুদেব বকসী

সন্ততি --- এই বঙ্গমাতার

সেই সুবাদে হই যেন তাঁর

আপন-টাপন | তাঁর আখর-ই

সাজাই-গোছাই | চর্চা করি

অধিকারের | এবং তাঁরই

জন্য লিখি ; জাহির ভারী

"অ্যাই দেখে যাও, লিখছি হুঁ-হুঁ,

তাঁকেই নিয়ে !" অমনি হু-হু

তপ্ত খরায় জ্বলছে এ-বুক,

চোখ ভিজে যায়, নোয়াই চিবুক---

আখরগুলো কোথায়, মাগো,

দু'চোখ জুড়ে বিদ্যাসাগর !

তিনি ছিলেন

শুভ বসু

তিনি ছিলেন বজ্র, সারা দেশের
নির্বিবেক করুণ ভীরুতায়

তিনি ছিলেন মেরুদন্ড কঠিন ইস্পাতের
সরীসৃপে শাসন-করা কালে
পিপুল, তাঁর শাখায় ছিল দশ দিগন্তের
জন্য ছায়ার গভীর মায়ার স্বস্তি এনে দেয়

ছিলেন প্রাজ্ঞ কৃষক, এমন মানবজমিনটিতে
আবাদ-করে ফসল তোলার কৌশল যিনি জানতেন
তিনি ছিলেন মা
কোলে যে আশ্রয়ের জন্য আসত ফিরত না।

ঈশ্বর ও নারী

প্রমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির খেয়ালে বিধাতা পুরুষ
সৃষ্টি করলেন নারী
সমান পাল্লা আর অসমান বাটখারায়
ওদিকের বোঝাটা রাখলেন ভারী।

চোখের জলে রমনীয় হলো নারী
চললো এই নিয়ম
কেবল একজন মানলো না সেসব
ব্যকরণ ভেঙে তৈরি করলো ব্যতিক্রম।

ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সে মানলো না
অহল্যাকে করলো জীবনময়ী
প্রকৃতির বাটখারাটা পালটে দিয়ে
অন্য এক ঈশ্বর হলো জগত্‌জয়ী।

ঘোষপাড়ার বিদ্যাসাগর

ব্রত চক্রবর্তী

ঠিক ঘোষপাড়ার যেখানে
বাসগুলোর বাঁধা স্টপেজ,
সেখানে কারা শ্বেত পাথরের ছাউনিতে
শ্বেতপাথরের বিদ্যাসাগরকে বসিয়ে দিয়ে গেছে ।
তিনি বসে আছেন।

এই বিদ্যাসাগর আশ্চর্যরকমের স্থির ;
আশ্চর্যরকমের নির্বিকার ;
আশ্চর্যরকমের উদাসীন ।

এই বিদ্যাসাগরের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে
ডিগ্রির কাগজ পকেটে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যুবক
শহরের কোন্ দিকে যাবে ভাবে ;
তিনি সহনুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন না।
এই বিদ্যাসাগরের সামনে দিয়ে
কত শোকাতুরা সদ্যবিধবা ম্লানমুখে হেঁটে যায় ;
তিনি তাঁদের পুনর্বিবাহের উদ্যোগ নেন না ।
এই বিদ্যাসাগরের কাছ দিয়ে যেতে যেতে
একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে ভুল ব্যাকরণ শেখায় ;
তিনি বিচলিত হন না।

দেখে মনে হয়---- এই উনিশশ' সাতাশি পর্যন্ত বেঁচে থাকলে,
নিজের শ্রম ও উদ্যোগগুলির পরিণতি দেখে
ক্ষোভে-দুঃখে, কষ্টে ও লজ্জায়,
তিনি, বিদ্যাসাগর, বোধ হয় এরকমই হয়ে যেতেন !

অভয়মন্ত্রের বিদ্যাসাগর

দেবী রায়

কবি দেবী রায়ের কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক করুন . . .

তোমার বাহ্যিক-রুখুসুখু চেহারাটাই যতোবেশি
আকৃষ্ট করেছিলো, সমকালীন মানুষদের ;
ঠিক ততোটাই , আজো-----
সেই আমরা নির্বোধ, রোমাঞ্চবিহীন অন্ধকারে-----

এমন কি সেই আমরা, এখনো তোমার
ভিতরটা একবার
তাকিয়ে দেখার

ফুরসৎ পাই নি।
না, ও পথে যাই নি !
আমাদের আধুনিকতা শুধু খোলে
. শুধু বহিরঙ্গে

. মুরোদ কোথায় বাবা--আ ! কে যায় অ-তোদূর----
. কে যাবে তোমার সঙ্গে
আমাদের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত হিসেব নিকেশ, কালাপাহাড়ি--
. জন্ম ও জন্মান্তরের সংস্কার
. দু'পাতা ইংরাজি পড়ে, সব সংকীর্ণতার উর্দ্ধে --- ?

আমাদের জাতি-মান-কুলের বিচার, সে কি নয়--- হারাকিরি ?
তদোপরি, আছে হাঁচি-টিকটিকির বাধা
. প্রতি পদে পদে !

মাত্র ঊনপঞ্চাশে----
তুমি সেই মানুষ-রক্তমাংসের
কেন যে বৈরাগ্যের পথে, সাঁওতাল পাড়ায়
হেঁটে গেলে !

অথচ নও, সে অর্থে ----
তথাকথিত ধার্মিক কি পরলোক-পিয়াসী ধ্যানী !

চাষাভূষো-শ্রমিক-দারোগা কি স্কুল-মাষ্টারের ছেলে
সব আমরা সেই, দুষ্টুচক্রের খপ্পরে-----
. ঐ সে লোভের হাতছানি !

হায় !
এমন কি, তথাকথিত বীরসিংহ-- গ্রাম,
আমি অদ্যাবধি, চর্মচক্ষেও দেখি নি !
. ------- দেখা যায় ?

পিতৃপুরুষ

সুশান্ত বসু

নারী তুমি মানুষ, তুমি মানুষ
এই কথাটি জোর গলাতে যিনি
গেঁথে দিলেন তোমার মুখে, বুকে
পিছুটানের হাজার বিকিকিনির
মুখোশ-আঁটা মিথ্যে-যদির ফানুস
ফাটিয়ে যিনি ছিন্নবাধা সুখে
ডাক পাঠালেন মানুষ, তুমি মানুষ
চেনো তোমার সত্য স্বরূপটিকে !

ভালোবাসার প্রদীপখানি হাতে
পিতৃপুরুষ বিদ্যাসাগর বীর
আকীর্ণ এই অন্ধ তমিস্রাতে
আজও বেঁচে সমুন্নত শির
শিকল-ছেঁড়ার স্বপ্ন-শপথ জ্বালা
বুকে গাঁথেন বাঁচার বর্ণমালা |

ঈশ্বর দ্বাদশী

বাসুদেব দেব

কবি বাসুদেব দেব-এর কবিতার পাতায় যেতে এ

ভালোবাসা শেখালে না তুমি
শেখালে না বর্ণপরিচয়
অশুদ্ধ বানানে জন্মভূমি
কৃপাণে মরিচা ধরে রয়

আপোসে অভ্যাসী রাতদিন
কোথায় তোমার সেই চটি
নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামীন
মা-কে নয় পূজা করি নটী

আজো ঝড় আজো দামোদর
উথাল তেমনি কাঁদো মাগো
ঈশ্বরবিহীন বুকে বুকে
আরো একবার তাঁকে ডাকো

গোপালের কাঁধে হাত রাখো

সামসুল হক

কবি সামসুল হক-এর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

গোপাল বড়ো ভালো ছেলে

সেই গোপাল

. কৈশোরের গোড়াতেই

. অন্ধ হয়ে গেলো

. অন্ধ গোপাল বড়ো ভালো ছেলের মতোই

. পড়া চালিয়ে গেলো

ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়লো

. এমনকি

. ভূগোলও পড়লো

. মরুভূমি জানলো সমুদ্র জানলো হিমালয় জানলো

. খুব মাথা ঘামিয়ে

. ধ্রুবতারা

. জেনে নিলো

. একদিন দুজন লো'ক

. হাশিম শেখ আর রামা কৈবর্ত

. ভরসন্ধ্যায় গোপালকে জিগ্যেস করলো

. ধ্রুবতারা কোনটা

. আমরা জেনে এসেছি ধ্রুবতারার দিকে মুখ ক'রে

. সোজা একজীবন

. গেলেই

. খেয়া নৌকা পেয়ে যাবো

গোপাল চারদিক চারবার মুখ ক'রে

. চাররকম মুখ ক'রে

. চারদুগুণে আটবার ঘুরে আট দুগুণে ষোল বার ঘুরে

. ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে

. তুমি গোপালকে বড়ো ভালোবাসতে

. যেমন করেই হোক দামোদর পার হয়ে

. গোপালের কাঁধে হাত রাখো

করুণাসাগর

আশিস সান্যাল

দেখিনি কখনো তবু ক্লান্ত প্রতিদিন
করুণার সিন্ধু থেকে স্নেহময় ঘ্রাণ
পেয়েছি প্রত্যহ ভোরে। প্রত্যেক আঁধারে
দেখেছি উজ্জ্বল ছবি গাঢ় প্রত্যাশার
দূরবর্তী বেদনার প্রলয় সাগরে
আগ্নেয় বলাকা যেন। শুনি অবিরাম
বাতাসে ধ্বনিত এক করুণা সাগর----
তরঙ্গে রেখেছি তাই নিভৃত প্রণাম।

করণার সিন্ধু তবু করুণাবিহীন
আহত পাখির মতো দীর্ঘ বেদনায়
কেটেছে সমস্ত বেলা। তবু মনে হয়
তোমার মুখশ্রী যেন প্রণত প্রত্যাশা----
প্রত্যেক আঁধারে দেখি বেদনার্ত মুখে
ফুটন্ত গোলাপে স্থিত করুণার ভাষা।

বিদ্যাসাগর

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

কোথাও তখন জ্বলত না দীপ, পথের বুকে ভীষণ আঁধার
শ্মশান থেকে আসত খবর জ্বলছে মেয়ে অগ্নি-জ্বালে,
বালক যুবক পায় না হাতে মনের মত পড়ার বই
সেসব দিনে স্বদেশ বাঁধা ফিরিঙ্গিদের লোহার জালে।

বুকের ভেতর ব্যথার সাগর : একটা মানুষ ঘুমোচ্ছে না
একটা মানুষ ভাবছে দেশের মানুষনিয়ে রাত্রিদিন
সেই মানুষের রক্তে ছিল দয়ার জোয়ার জন্মাবধি
বজ্রকঠোর বুকের ভেতর ফুটত কুসুম অন্তহীন---

ভেঙে দিলেন হাজার বাধা ; ধর্ম নিয়ে জচ্চুরি
গুঁড়িয়ে দিয়ে মানবতার জয়ধ্বজা উড়িয়ে তখন
অন্ধকারে আলোর নেশা ছড়িয়ে দিলেন অকুতোভয়
হঠাৎ যেন ঝড়ের রাতে ভাঙল জাতির সন্মোহন।

আজও মানষ তাকিয়ে আছে তাঁর ছবিতে, পায়ের ছাপে---
চাইছে অশেষ আশীর্বাণী শহর-গাঁয়ের নিরক্ষর,
হাসবে সবাই পড়বে সবাই তবেই না তাঁর স্মরণ-বরণ
আজকে নিশান ওড়াও তাতে থাকুক লেখা “বিদ্যাসাগর” ।

সেই অনুষ্টুপ

কেদার ভাদুড়ী

কবি কেদার ভাদুড়ীর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

গভীর জ্যোৎস্নায় ব'সে আজ ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষর সাজাচ্ছেন-----

বর্ণমালা--কি ক'রে সমূহ বাঙালিকে ভাষা শেখাবেন, তাই ।

এদিকে একটি পাখি ভয়ঙ্কর ডেকে উঠে বহু

রম্যতা ছাড়িয়ে বহু ভব্যতা ছাড়িয়ে বহু সভ্যতা ছাড়িয়ে

এমন সুন্দর এক তেজঃপুঞ্জ যার কোলে মাথা রেখে চুপ

চুপটি ক'রে ব'সে আছে রক্ত মেদ মেধা বুদ্ধি সেই অনুষ্টুপ ।

বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত

কালীকৃষ্ণ গুহ

কবি কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন . . .

তিনি এখন পাথরের মূর্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছেন, এক
শতাব্দীর ঘুম
আমাদের দিন, আমাদের এই গহন তিমির-যোগ্য ভোরবেলায়
পিপাসা হ'য়ে বাজে, সমস্ত জীবন জুড়ে
বাজে ।

পাথরের মূর্তির পাশে একটি তিমির -খেলা বারবার
বাজে, প্রতিশ্রুত হয়
জীবন ও সূর্যোদয়ের গহন তিমির-খেলা মেলে দিতে দিতে
তোমার পাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়াই

দিন যায় সমস্ত শতাব্দী যায়, শুধু প্রতিশ্রুতি , শতাব্দীর
একটি গহন মূর্তি থাকে ----
তিনি এখন পাথরের মূর্তির মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছেন, এক
শতাব্দীর ঘুম ।

ঈশ্বরকে নিবেদিত

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কবি কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতার পাতায় যেতে এখানে ক্লিক্ করুন .

সাগরেরও শেষ আছে, আছে কূল, তল

অতলান্ত শুধু তাঁর হৃদয়ের জল

শতবট গেল তাঁর প্রয়াণেরও পর

অ--মৃত তথাপি তিনি : স্মৃতি কোজাগর ;

কথকতা কৃতিগুলি কৌমুদি উজ্জ্বল

ঈশ্বরে নিষ্পৃহ যিনি নিজেই ঈশ্বর

বিদ্যার দয়ায় যাঁর মেলে না তুলনা

মানুষের জন্য যাঁর অপার করুণা

অবিনাশী কন্ঠ তাঁর কখনো ভুলো না

'মাতৃজাতি দুহিতারা গৃহের গরু না !

সুন্দরের শুশ্রুষার অন্য নাম,------ নারী !

পুরুষের সাথে তারা সম অধিকারী ;

নিরন্নকে অন্ন দাও, অন্ধজনে আলো

নারী, শিশু, অসহায়ে বাসো আরো ভালো

মানুষ্যত্বে মানুষের করে উত্তরণ

উচ্চশির, প্রতিবাদী থাক আমরণ ;

মানুষ শক্তির উত্স ; তার অপচয়

রোধ কর দিয়ে তারে বর্ণ পরিচয়

মানুষ যখন হয় শিক্ষিত, সাক্ষর

তখনই সে খুঁজে পায় নিজস্ব ঈশ্বর ;

বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যের জনক তুমি নমস্য স্থিতধীপ্রবর।
করুণার মহাসিন্ধু তুমি বঙ্গতনয় বিদ্যাসাগর।।
নারীমুক্তি আন্দোলনে নেইকো তোমার জুরি।
মহারণে মাড়িয়ে এসেছ প্রতিকূলতার সিঁড়ি।।
পতিব্রতা সতী জননী তোমার দেবী ভগবতী।
কৃপাসিন্ধু রত্নগর্ভা দীনমাতা পরম শান্তমতি।।
কর্মে মহান জ্ঞানী বলীয়ান বীরসিংহের বীর।
মহিমাতেজে সদা সফল হওনিতো নতশির।।
রক্তচক্ষুর উন্মত্ত বিধানে শত ফতোয়া জারি।
রক্ষণশীল সমাজ মাঝে মূঢ়তার ছড়াছড়ি।।
বিধবা সাজবে বধূবেশে এআবার হয় নাকি।
মূঢ়সমাজ অবীরাকে শুধু দিতে চায় ফাঁকি।।
বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হলো তোমার হাতে।
হে পুণ্যাত্মা তুমি পরমপূজ্য বিপুলা মহীতে।।
গঞ্জনাসিন্ধু সয়ে তুমি করেছ সাম্য প্রতিষ্ঠা।
চিরস্মরণীয় ধরামাঝে বর্ণপরিচয়ের শ্রষ্ঠা।।
বিদ্যা শক্তি বিদ্যা বল বিদ্যাই শেষ ভরসা।
জ্ঞানমাঝে বেঁচে থাকে অকিঞ্চনের আশা।।
বিদ্বান সর্বত্র পূজিত স্বদেশে পূজ্য নৃপবর।
জ্ঞানপ্রভায় সদাভাস্বর মণীষী বিদ্যাসাগর।।

- রামকৃষ্ণ বড়াল : সাটুই মুর্শিদাবাদ।

কবিতায়
বিদ্যাসাগর